প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৫ ❖ ৫ -১১ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ার প্রত্যয়ে বাংলার সকাশে কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ, ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মন্ত্রণালয়ের প্রধান ও তাঁর সঙ্গীদের বাংলাদেশ সফর

অনন্ত যাত্রায় ৪০ দিন

"পরবে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে"

সন্ধ্যা ক্লারা গমেজ
জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ (করান)
মৃত্যু: ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ (বাগদী)
নাগরী মিশন

আমাদের মাসী, নাম সন্ধ্যা। নিষ্পাপ একটি শিশু সন্ধ্যাতারা হয়ে জন্মে ছিল বাবা-মায়ের কোল জুড়ে। আদর ভালবাসা অল্পতেই নিভে গেছে। ৯ বৎসর বয়সেই হারাতে হয়েছে বাবাকে। কিছুই পূর্ণ হলো না। যখন চাওয়া পাওয়ার পরিমান থাকে বিশাল। জীবনের শুরুটা ওখানেই থেমে গিয়েছিল অনেকটাই। কষ্ট নেমে এসেছিল সেই ছোট বয়স থেকেই। জীবন জীবিকার যুদ্ধে নামতে হয়েছিল দাদুর হাত ধরে। যুদ্ধ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই চলছিল জীবন। এরই মধ্যে 'সুখ' উকি মেরে দেখা দিয়েছিল। অনেক বড় ঘড় দেখে দাদু বিয়ে দিল। ভালই চলছিল সব কিছু। কিন্তু একদিন সুখ নামের পাখিটা কোথায় যেন উড়ে চলে গেল। কোথায় গেল আর কখনো ফিরে এলো না। 'সুখ' বেশীদিন রইল না। নেমে আসল কালো ছায়া। লাঞ্ছনা, বাঞ্ছনা, দুঃখ ঘিরে ফেলল জীবন টাকে। সেখান থেকে বের হতে পারেনি আমাদের মাসী।

জীবন যুদ্ধে অনেক পথ পায়ে হেঁটেছেন এই মানুষটি। রাস্তায় রাস্তায় গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেরিয়েছেন এই মানুষটি। ক্ষুধার তারণায় অনেক বাড়ীতে ছুটে গেছে। তৃষ্ণা মিটিয়েছেন অনেকেই। ভালবেসে অনেকেই দিত টাকা, শাড়ী, কাপড়। অনেকে ভালোবাসত মানুষটিকে। এই মানুষটিকে আর ছুঁটে যেতে দেখবেনা কোন বাড়ীতে, রাস্তা-ঘাটে, সাধু আন্তনীর চত্বরে কিংবা গির্জার প্রাঙ্গনে।

আমাদের মাসীর জন্ম হয়েছিল দুঃখকে সাথে নিয়েই। একাকী জীবন-যাপন করছিল। এর-ই মধ্যে পার হলো ৭৫ বৎসর ৬ মাস। জীবনে বড় কোন রোগ দেখা দেয়নি। তবে শরীরের উপর হয়েছিল অনেক অত্যাচার, নির্যাতন। যা গোপনই রয়ে গেল। সবই সহ্য করেছে। প্রতিবাদ করেনি কখনো। কোন অভিযোগ ছিল না কারও প্রতি। মানুষটি ছিল নিষ্পাপ ফুলের মতো পবিত্র। তার ভিতর কোন পাপ, হিংসা ছিল না। ছিলোনা কোন চাওয়া পাওয়ার চাহিদা। ভালো বিছানা, ভালো পোশাক, ভালো খাবার এগুলো হয়তো স্বপ্ন ছিল। একটা মানুষ তার জীবন টাকে অনেক ভাবে উপভোগ করতে চায়, সুন্দর করে নিজেকে সাজাতে চায়, আয়নার সামনে নিজেকে একটু দেখতে চায়। তা ও শুধু স্বপ্ন ছিল। স্বামী-সন্তান নিয়ে অন্যদের মতো সংসার করতে চেয়েছিল। তাও হয়নি। পূবের আকাশে মেঘের মত সব মিলিয়ে গেল কোথায় যেন।

জীবনে অনেক মাইলের পর মাইল একাই পা-দু'টো দিয়ে হেঁটে চলেছিল। গাড়ীতে চড়ার সখ বা পয়সা কোনটাই ছিল না।

পায়নি সুখের দেখা। নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছে। জীবনের সাথে কখনো ভালো কিছু হয়নি। কিন্তু কেউ কেউ ছিল তার খবর নিতে, তাকে একটু ভাল রাখতে। একশো ভাগ সম্ভব হয়নি হয়তো, এখানটাই আমাদের ব্যর্থতা। এইযে, আমি চোখের পানি দিয়ে লিখেছি, পাঠক বন্ধু আপনি যখন পড়বেন হয়তো আপনার চোখেও অশ্রু ঝরবে। কলম থেমে যাচ্ছে, ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করো মাসী। আমার দেখা এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো একটি মানুষ ছিল। আমরা তোমাকে অনেক ভালবাসি মাসী। এই ভালোবাসা যেন কখনো শেষ না হয়।

আমাদের মাসী কখনো কোন নভেনা, রবিবারের মিশা বাদ দিত না। তাই ২৭ জুলাই মিশায় যোগ দিতে যাচ্ছিল। পথে বাইক নামক যন্ত্রটি মাসীর ডান হাতের উপর দিয়ে চলে যায়। হাতের গোড়া থেকেই ভেঙ্গে যায়। চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল ডিভাইন মার্সি হসপিটালে। প্লাস্টারের ভারী বুঝা নিয়ে চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল মাসীর।

৩১ আগস্ট রবিবার বিকাল ৪ টায় গ্রামের এক বাড়ীতে পেটের জ্বালা নিভাতে খাবার খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। নিজের ঘরে ফিরে আসে সম্ভবত বিকাল ৫ টায়। ঐ রাতেই মাসীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় কি সন্ধ্যারাত, না মাঝপ্রহর, না ভোর, আমরা কিছুই জানিনা। মৃত্যু যন্ত্রনা কতটা তীব্র ছিল, কতক্ষণ ধরে ছিল, পানি চেয়েছিল, না আমাদের ডেকেছিল কিছুই জানিনা। মাসী খাট থেকে নিচে পড়ে ছিল। নাকে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং রক্তক্ষরণ হয়েছিল। ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯:৩০ মিনিটে জানা গেল আমাদের মাসী নাই। কি হয়েছিল মাসীর সাথে, কি ভাবেই মৃত্যু হয়েছিল আমরা কিছুই জানিনা। আমাদের আরেক বড় অপরাধ। ক্ষমা করো মাসী।

হে ঈশ্বর, তোমাকে তো সব সময় বলেছিলাম একা ঘরে মৃত্যু দিওনা। তাহলে কেন দিলে প্রভু। আমাদের হাজার প্রশ্ন তোমার চরণে রেখেছি। তুমি সব দেখছো প্রভু। আমরা তো তাকে কোন হসপিটালে নিতে পারেনি, কোন সেবা দিতে পারিনি, পাপস্বীকার, কমনিয়ন, অন্তিলিপন কিছু-ই দিতে পারেনি। প্রভু তুমি আমাদের আর মাসীকে ক্ষমা করে দিও।

আমি জানি স্বর্গদূতেরা আসবে ৪০ দিনে তূরী বাজিয়ে তাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। ঐপারে তাকে অনেক অনেক সুখে রেখো প্রভু। তার আত্মার চির শান্তি কামনা করে এই প্রার্থনা তোমার চরণে রাখি।

প্রার্থনা করি তাদের জন্য যারা মাসীকে ক্ষুধা নিবারণ করেছে, তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, টাকা-কাপড় দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিরক্ত হননি বরং ভালোবেসে কাছে ডেকেছেন। আপনারা অনেক ভালো থাকবেন। আপনাদের অনেকের হৃদয়ে অম্লান হয়ে বেঁচে থাকবে এই মানুষটি। মাসীর কারণে কোন ভাবে কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। ভুল ক্ষমা করবেন। ধন্যবাদ।

অনেক আদরের
ভাগিনিরা/ভাগিনারা

বিজ্ঞ/২১৭/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ৩৫
০৫ অক্টোবর - ১১ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২০ আশ্বিন - ২৬ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বানে
ভাটিকানের কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ ও তার সঙ্গীদের বাংলাদেশ সফর

বিশ্ব আজ নানা দ্বন্দ্ব, বিভাজন ও ভুল বোঝাবুঝিতে বিপর্যস্ত। ধর্মীয় পরিচয়কে ঘিরে বিদ্বেষ যখন মানুষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, তখন সময় এসেছে আন্তরিক ও গভীর কোন কার্যক্রমে নিয়োজিত হবার–যার নাম 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ'। সংলাপ শুধু আলোচনা নয়, হৃদয়ের সেতুবন্ধন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কেবল তথ্যের আদান-প্রদান নয়, বরং এটি একে অপরকে জানার, বোঝার এবং শ্রদ্ধা করার একটি আন্তরিক প্রয়াস। কাথলিক ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী, প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের অনন্য সৃষ্টি, এবং প্রতিটি ধর্মে রয়েছে সত্য ও পবিত্রতার কিছু না কিছু প্রতিফলন। এই উপলব্ধিই সংলাপের ভিত্তি।

সংলাপ শুরুর প্রথম ধাপ হলো, নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টি করা–যেখানে কোনো পক্ষই অপরকে ধর্মান্তর করার উদ্দেশে নয়, বরং বোঝার আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে। এই সংলাপে চারটি মূল দিক গুরুত্ব পায়: প্রথমত, জীবনের সংলাপ (Dialogue of Life) যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একত্রে বসবাস করে, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়; দ্বিতীয়ত, কর্মের মধ্যদিয়ে সংলাপ (Dialogue of Action) যেখানে মানুষ একত্রে মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে–দরিদ্রদের সেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি; ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সংলাপ (Dialogue of Religious Experience) যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একে অপরের প্রার্থনা, উপবাস, উপাসনা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্পর্কে জানে ও সম্মান করে এবং ধর্মতাত্ত্বিক সংলাপ (Dialogue of Theological Exchange) যেখানে বিশেষজ্ঞগণ এবং ধর্মতাত্ত্বিকরা ভিন্ন মত ও বিশ্বাসের গভীর দিকগুলো নিয়ে আলাপ করেন। এটি সত্য অনুসন্ধানে সহায়ক হয়, ভুল বোঝাবুঝি দূর করে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে দৃঢ় করে।

বাংলাদেশ বহুজাতিক ও বহুধর্মীয় একটি রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা যুগ যুগ ধরে সহাবস্থান করে আসছে। এই সহাবস্থানে শান্তি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রেক্ষাপটে কাথলিক মণ্ডলীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাথলিক চার্চের শিক্ষা এবং কার্যক্রমের একটি মৌলিক অংশ হলো "সকলের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন"। বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী এই নীতিকে সামনে রেখে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে। তারা শুধুমাত্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়েই চিন্তা করে না, বরং ধর্মীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার স্বার্থে কাজ করে।

গত ৬ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ভাটিকানের বিশিষ্ট প্রতিনিধি কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ বাংলাদেশ সফর করেছেন। কার্ডিনাল কোভাকাদের এই সফর কেবল আনুষ্ঠানিক সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং এতে ছিল আন্তরিক সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় সহনশীলতার বার্তা। তিনি ঢাকায় অবস্থানকালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মীয় এবং শিক্ষা-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। প্রতিটি সাক্ষাৎ ও সফরসূচিতে তিনি তুলে ধরেছেন শান্তি, ন্যায়, মানবিকতা এবং পারস্পরিক সম্মানের ওপর গুরুত্বারোপ।

এই সফর এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও উগ্রতা বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে কার্ডিনাল কোভাকাদের বাংলাদেশ সফর যেন শান্তি ও সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি তাঁর বক্তব্যে বারবার তুলে ধরেছেন- "মানবতা আগে, ধর্ম পরে"। এমন দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে যেমন ধর্মের সার্বজনীন চেতনাকে জাগ্রত করে, অন্যদিকে দেশে-দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণে উৎসাহ যোগায়।

বাংলাদেশ সরকারও এই সফরের গুরুত্ব অনুধাবন করে আন্তরিক আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছেন, যা প্রমাণ করে–ধর্মীয় কূটনীতিক সম্পর্ক আজ আর কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি রচনায়ও কার্যকর। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে ঘিরে এক ধরনের সচেতনতা এবং ইতিবাচক বার্তা জাতির কাছে পৌঁছেছে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান নেতারা একসঙ্গে বসে শান্তি, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলেছেন–এটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

কার্ডিনাল কোভাকাদের সফর আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সমাজে শান্তি, সংলাপ ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে ধর্মীয় নেতা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে একটি বড় দায়িত্ব। আমরা আশা করি, এই সফরের প্রেরণায় বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় আরও দৃপ্তভাবে মানবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মে সম্পৃক্ত থাকবে এবং ভালোবাসার সাক্ষ্যদানে সীমার ঊর্ধ্বে উঠবে। †

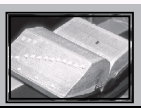

দেখ, যার অন্তর সরল নয়, তার প্রাণের পতন হবে, কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে। (হাবা ২:৪)

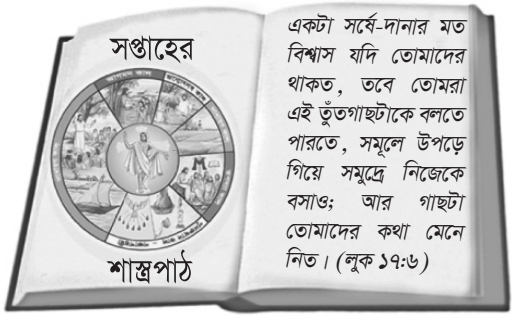

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৫ অক্টোবর - ১১ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

০৫ অক্টোবর, রবিবার
সাধারণকালের ২৭শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
হাবা ১: ২-৩; ২: ২-৪, সাম ৯৫: ১-২,৬-৭, ৮-৯, ২ তিম ১: ৬-৮, ১৩-১৪, লুক ১৭: ৫-১০

০৬ অক্টোবর, সোমবার
সাধারণকালের ২৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু ব্রুনো, যাজক
যোনা ১: ১ -- ২: ১, ১১, সাম যোনা ২: ৩, ৪, ৫, ৮, লুক ১০: ২৫-৩৭

০৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ২৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
জপমালার রাণী মারীয়া, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান: শিষ্য ১: ১২-১৪, গীতিকা লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ১: ২৬-৩৮
(চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকার পর্বদিবস)

০৮ অক্টোবর, বুধবার
সাধারণকালের ২৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
যোনা ৪: ১-১১, সাম ৮৬: ৩-৬, ৯-১০, লুক ১১: ১-৪

০৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ২৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
***সাধু ডেনিস**, বিশপ এবং তাঁর সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমরগণ, **সাধু জন লিওনার্দি**, যাজক*
মালা ৩: ১৩-২০ক, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১১: ৫-১৩

১০ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধারণকালের ২৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
যোয়েল ১: ১৩-১৫; ২: ১-২, সাম ৯: ১-২, ৫, ১৫, ৭-৮, লুক ১১: ১৫-২৬

১১ অক্টোবর, শনিবার
সাধারণকালের ২৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু এয়োব্বিংশ যোহন, *পোপ*, **ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ**
যোয়েল ৪: ১২-২১, সাম ৯৭: ১-২, ৫-৬, ১১-১২, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৫ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৯৩ সি. মেরী আইরিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৯ ফা. জভান্নি আব্বিয়াতি,এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৯ সি. মারী টুডু, এসসি (রাজশাহী)

০৬ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৭৭ সি. এম. আইরিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফা. পৌলিন ডেমার্স, সিএসসি
+ ২০২০ ব্রা. রবি থিওডোর পিউরিফিকেশন, সিএসসি (ঢাকা)

০৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৩৫ ফা. পিটার ডি'রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফা. লিও স্যুলিভান, সিএসসি (ঢাকা)

০৮ অক্টোবর, বুধবার
+ ২০০৬ সি. লরেন্সা গমেজ, পিমে (রাজশাহী)

০৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৩ ব্রা. দামিয়ান ডি ডেল, সিএসসি (ঢাকা)

১১ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৭৩ সি. এম জর্জ, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সি. মেরী সেলিন, এমসি
+ ১৯৯৬ মাদার লুই, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

খ. খ্রীষ্টমণ্ডলীর আজ্ঞাসমূহ

২০৪১ খ্রীষ্টমণ্ডলীর আজ্ঞাগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে নৈতিক জীবনের প্রসঙ্গে, যা ঔপাসনিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তার দ্বারা পরিপুষ্ট। পালকীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত এই আজ্ঞাগুলো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যেন বিশ্বাসীগণের প্রার্থনার মনোভাবে ও নৈতিক প্রয়াসে, এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেমবৃদ্ধিতে অতি প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নিশ্চয়তা দান করে:

২০৪২ *প্রথম আজ্ঞাটির ("রবিবার দিন ও আদিষ্ট পর্বে খ্রীষ্টযাগে যোগদান করবে এবং দাস্যকর্ম থেকে বিরত থাকবে") দাবী অনুসারে, খ্রীষ্টবিশ্বাসী প্রভুর পুনরুত্থান, ধন্যা কুমারী মারীয়া ও সাধু-সাধ্বীদের স্মরণ ক'রে দিবসটিকে পবিত্র করবে; তা করা হবে প্রথমে খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণের দ্বারা, যেখানে খ্রীষ্টসমাজ একত্রে সমবেত হয়, এবং সেই কর্ম ও ক্রিয়াকলাপ থেকে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে, যা ঐ দিবসগুলোকে পবিত্রীকরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।*

দ্বিতীয় আজ্ঞা ("বছরে অন্ততঃ একবার পাপস্বীকার করবে") পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে খ্রীষ্টপ্রসাদের জন্য প্রস্তুতির নিশ্চয়তা দান করে, যা দীক্ষাস্নান সংস্কারের মনপরিবর্তন ও পাপমোচনের কাজটি অব্যাহত রাখে।

তৃতীয় আজ্ঞাটি ("তুমি অন্ততঃ পুনরুত্থানকালে পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করবে") প্রভুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করার ন্যূনতম নিশ্চয়তা দান করে খ্রীষ্টীয় উপাসনা-অনুষ্ঠানের উৎপত্তি ও প্রাণকেন্দ্র সেই মহা নিস্তার পর্বগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত রেখে।

২০৪৩ *চতুর্থ আজ্ঞাটি ("খ্রীষ্টমণ্ডলীর দ্বারা নির্দিষ্ট দিবসে তুমি উপবাস ও মাংসাহার ত্যাগ করবে") কৃচ্ছ্রসাধনা ও প্রায়শ্চিত্তের সময় নিশ্চিত করে, যেগুলো ঔপাসনিক পর্বগুলো পালনের জন্য আমাদের প্রস্তুত করে; এগুলো আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির উপরে কর্তৃত্ব ও হৃদয়ের স্বাধীনতা অর্জন করতে সহায়তা করে।*

পঞ্চম আজ্ঞার ("তুমি খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রয়োজনের জন্য সাহায্য করবে") অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্টমণ্ডলীর বৈষয়িক প্রয়োজনে সাহায্য করা খ্রীষ্টবিশ্বাসীর কর্তব্য, প্রত্যেকে তার নিজ সামর্থ অনুযায়ী।

গ নৈতিক জীবন ও মিশনকর্মধর্মী সাক্ষ্যদান

২০৪৪ দীক্ষাস্নাত ব্যক্তির বিশ্বস্ততা হল মঙ্গলবাণী ঘোষণা ও *বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টমণ্ডলীর মিশনকর্মের* সর্বপ্রথম শর্ত। পরিত্রাণের সুখবর যাতে তার সত্যের ক্ষমতা ও প্রভা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে পারে, সেজন্যে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জীবনের সাক্ষ্য দ্বারা তার সত্যতা প্রতীয়মান করে তুলতে হবে। "খ্রীষ্টীয় জীবনের সাক্ষ্য এবং ঐশ মনোভাবে সৎকর্ম সাধন মানুষকে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ করার মহান ক্ষমতা রাখে।

২০৪৫ খ্রীষ্টভক্তগণ যেহেতু দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যার মস্তক স্বয়ং খ্রীষ্ট, সেজন্যে তারা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও নৈতিক জীবনের প্রতি অবিরাম নিষ্ঠা দ্বারা *মণ্ডলীকে গড়ে তোলার কাজে অবদান রাখে*। বিশ্বাসীবর্গের পবিত্রতার দ্বারা খ্রীষ্টমণ্ডলী সেদিন পর্যন্ত বৃদ্ধি, পরিপক্ক ও উন্নতি লাভ করতে থাকে, "যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বর-পুত্র সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।"

২০৪৬ খ্রীষ্টের মন নিয়ে জীবনযাপন ক'রে, খ্রীষ্টভক্তগণ *ঈশ্বরের রাজত্বের আগমনকে ত্বরান্বিত করে*, যে রাজ্য হবে "ন্যায্যতা, ভালবাসা ও শান্তির রাজ্য।" ঐসব কারণে, তারা তাদের পার্থিব কর্তব্যকর্ম কখনও পরিত্যাগ করে না; তাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তারা ঐসব কর্তব্য ধর্মময়তা, ধৈর্য ও ভালবাসাপূর্ণ অন্তরে পূর্ণ করে চলে।

Message from the Apostolic Nuncio

BILATERAL RELATIONS BETWEEN BANGLADESH AND THE HOLY SEE

The recent visit of the government minister His Eminence George Jacob Cardinal Koovakad shows the excellent bilateral relationship between the Holy See and Bangladesh. Cardinal Koovakad is what the Catholic Church calls, a Prefect. A Prefect is a man or a woman in charge of a dicastery. Cardinal Koovakad's dicastery or government office at the Vatican City State is called: the Dicastery for Interreligious Dialogue.

Photo : PID

The Dicastery for Interreligious Dialogue promotes and supervises relations with members and groups of non-Christian religions. Furthermore, the Dicastery works to ensure that dialogue with the followers of other religions takes place in an appropriate way, with an attitude of listening, esteem and respect. It fosters various kinds of relations with them so that, through the contribution of all, peace, freedom, social justice, the protection and safeguarding of creation, and spiritual and moral values may be promoted. ***This is what just occurred in Bangladesh.***

Cardinal Koovakad and his team visited Hindu and Buddhist temples. They visited the National Mosque and the Islamic Foundation. However, the visits were not sight-seeing tours as much as they were about establishing people to people contact and exchanging ideas, theologies, and concepts, meeting with leaders and the faithful. It was a time of listening and of peering into the eyes of people of other faiths. The openness of the Interim Government and the personal initiative of the Nunciature in conjunction with the Catholic Bishops' Conference of Bangladesh made it a reality. The nuncio in an individual meeting with Pope Leo XIV explained the proposed program to the Holy Father. The pope was very gratified to see that, together with the local bishops of the country and with the encouragement of the Interim Government, such a dialogue and mutual respect would occur in Bangladesh.

As a sign of its total support, the Interim Government made it possible for a thousand Bangladeshi citizens of all faiths: Hindu, Buddhist, Catholic and Protestant Christians, and Muslims to gather at the Bangladeshi China Conference center to hear from faith leaders from around the country, speaking about promoting harmony between brothers and

Photo : PID

বাংলাদেশ ও ভাটিকানসিটি'র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

সম্প্রতি ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্ডিনাল জর্জ জ্যাকব কোভাকাদ ও তাঁর টিমের বাংলাদেশ সফর ভাটিকান সিটি ও বাংলাদেশের মধ্যে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি প্রমাণ। ভাটিকানের "ডিকাস্টেরি ফর ইন্টাররিলিজিয়াস ডায়ালগ বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মন্ত্রণালয়"- এর প্রধান কাজ হল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং সেলক্ষ্যে পরস্পরকে শ্রবণ ও পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সংলাপ করা।

বাংলাদেশ সফরে কার্ডিনাল কোভাকাদ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেন। এটি শুধু সফর নয়, বরং আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া ও সম্প্রীতির একটি বাস্তব উদ্যোগ ছিল, যা অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতা এবং কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সম্মিলিত প্রয়াসে সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় সরকারের সহায়তায় হাজারো মানুষ ধর্মীয় সম্প্রীতির আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এতে ইমাম, পুরোহিত, যাজক ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন এবং ঐক্যের বার্তা প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মো. ইউনুস এই উপলক্ষে দেশের ধর্মীয় সহনশীলতা ও নাগরিক অধিকার

sisters. Extremely grateful for the government's assistance of the program, Imams from mosques, Hindu and Buddhist monks, Catholic priests, and Protestant ministers joined other citizens to do what has been done in Bangladesh for centuries, to demonstrate that all of us are brothers and sisters, living a peaceful coexistence with different faith traditions that do not threaten the faith traditions of others. In fact, religious traditions create culture. In the meeting with the Prefect shown above, the Honorable Chief Adviser, Prof. Dr. Md. Yunus highlighted the country's commitment to religious harmony and the interim government's efforts to protect the rights of all citizens, regardless of ethnicity, creed, color, or gender.

Unlike other embassies, the Apostolic Nunciatures or Vatican Embassies, as they are known in common parlance, do not have economic, military or consular affairs. Our embassies are concerned with religious liberty for all religions, not just for the Catholic Church. Our embassies promote a culture of life ethic, as opposed to a culture of death, such as ethnic cleansing, and moreover discouraging euthanasia and the death penalty, for example. The Nunciatures promote peaceful living, instead of war and conflict, and a sound development of the moral conscience on timely, relevant and pertinent issues such as artificial intelligence, always in search of the common good. A nuncio or Vatican Ambassador has two roles: to relate or to represent the Holy Father and the Holy See to the local church and to the state in which the Nuncio is serving. More concretely, one can say that to a nuncio is entrusted the office of representing the Roman Pontiff in a stable manner to particular churches and also to the states and public authorities to which they are sent. This includes when a nuncio is sent to international councils or at conferences and meetings at which time he may represent the Apostolic See.

In the end, bilateral relations are the political, economic, and cultural interactions and agreements between two sovereign states or entities, which are usually characterized by the search for common goals and interests. This search could help both parties to cooperate to achieve these concerns because the pursuit of the common goal might help them to achieve a national interest. The two governments may sign various Memoranda of Understanding on different issues. They may sign an accord or bilateral agreement. A shared common interest leads to mutual recognition. For this reason, there are diplomatic exchanges, like ambassadors. Between Bangladesh and the Holy See, diplomatic relations began 2 March 1973.[1]

As Pope Francis and Ahmad Al-Tayyeb, the Grand Imam Al Azhar, affirmed on 4 February 2019 in Abu Dhabi in their landmark document on Human Fraternity: "Freedom is a right of every person: each individual enjoys the freedom of belief, thought, expression and action. The pluralism and the diversity of religions, colour, sex, race and language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings. This divine wisdom is the source from which the right to freedom of belief and the freedom to be different derives." The conclusion of the week of Interreligious Dialogue in Bangladesh is a sign of the healthy and fantastic bilateral relationship between the Holy See and the People's Republic of Bangladesh. It was a concerted effort by both the Interim Government and the Holy See to serve Bangladeshi citizens. May the friendly and cordial relations continue to show how such concrete cooperation can bring great fruit for the citizens of this country, whose culture gives expression to many different faith groups, promoting harmony between brothers and sisters!

1. *Acta Apostolicae Sedis* . Vol. LXV. 1973. p. 236.

রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ভাটিকান দূতাবাস সামরিক বা অর্থনৈতিক কাজ করে না কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় কাজ করে। একজন ন্যুনসিও পোপের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করেন।

বাংলাদেশ ও ভাটিকানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু হয় ২মার্চ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এই সম্পর্ক ধর্মীয় সহাবস্থান, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও আল-আজহার গ্রাণ্ড ইমামের ঘোষণার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলা যায়, সব মানুষের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য ঈশ্বর প্রদত্ত। বাংলাদেশে সপ্তাহব্যাপী ভাটিকান টিমের সফর আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর এক বাস্তব উদাহরণ, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে।

বাংলাদেশ ও ভাটিকান সিটি শান্তি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির ভিত্তিতে এক গভীর ও ফলপ্রসূ বন্ধনে আবদ্ধ, যা ভবিষ্যতেও জাতির কল্যাণে অব্যাহত থাকবে।

(বাণীর সংক্ষিপ্তসার বাংলায় প্রকাশ করা হলো।)

ছবিতে কার্ডিনাল কোভাকাদ-এর বাংলাদেশ সফর - ২০২৫

বিমানবন্দরে অতিথিদের বরণ

আর্চবিশপ ভবনে প্রধান বিচারপতি ও ভাটিকানের অতিথিদের স্বাগতম

ছবিতে কার্ডিনাল কোভাকাদ-এর বাংলাদেশ সফর - ২০২৫

ভাটিকান টিমকে আর্চবিশপস হাউজে সম্বর্ধনা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ Reception to Vatican Team at Ramna Archbishop's House

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে সংলাপ বিষয়ক কনফারেন্স, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
Dialogue Program for Clergy-Religious-Saminarians at Banani

পবিত্র খ্রিস্টযাগ, তেজগাঁও ধর্মপল্লী
Holy Mass at Tejgoan Church

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠান, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ Dialogue with Students and Professors, KIB
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা,
প্রফেসর ড. বিধান রঞ্জন রয় পোদ্দারকে বরণ

Cardinal Koovakad and
Professor Dr. Bidhan Ranjan Roy Poddar

Speech of Chief Guest Professor
Dr. Bidhan Ranjan Roy Poddar

সকলকে নিয়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
Inter-religious Dialogue with All at Bangladesh-China Friendship Conference Center on 9 September, 2025

ছবিতে কার্ডিনাল কোভাকাদ-এর বাংলাদেশ সফর - ২০২৫

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিদর্শনে ভাটিকানের প্রতিনিধি দল
Visiting Islamic Foundation Office and Baitul Mokarram Mosque on 10 September, 2025

কমলাপুর বৌদ্ধ-বিহার ও বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন
Visiting Kamlapur-Buddhyo Bihar and Buddhist Temple on 11 September, 2025

রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন
Visiting Ramkrishna Mission on 11 September, 2025

সাংবাদিক সম্মেলন, আর্চবিশপস হাউজ, রমনা
Press Conference, Archbishop's House, Ramna on 10 September, 2025

বাংলাদেশে ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল ও কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ
Apostolic Nuncio to Bangladesh Archbishop Kevin Randall and Cardinal George Koovakad at Nunciature on 11 September, 2025

সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ার প্রত্যয়ে বাংলার সকাশে কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ, ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মন্ত্রণালয়ের প্রধান ও তাঁর সঙ্গীদের বাংলাদেশ সফর

*সম্প্রীতি হলো সদ্ভাব, সৌহার্দ্য, ঐক্য, আনন্দ, বা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও প্রীতির সম্পর্কের ভিত্তি এবং বিভিন্ন ধর্ম, আধ্যাত্মিক বা মানবতাবাদী বিশ্বাসের অনুসারীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব, যার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি বোঝাপড়া বৃদ্ধি, সাম্য, ঐক্যবদ্ধতা ও সম্মান এবং সহনশীলতা বাড়ানোই হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। সম্প্রীতি এবং আন্তধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে একটি দেশে সকল ধর্মের মানুষের সাথে আত্মীয়তা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে দেশে ঐক্যবদ্ধ এবং সাম্যের রীতি গড়ে ওঠে। তাই, 'গড়ে তুলি সম্প্রীতির সংস্কৃতি' **(Promoting a Culture of Harmony)** এই বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে গত ৬ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ এই এক সপ্তাহ ভাটিকানের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে উৎসাহিত করতে সফরে আসেন এবং এই এক সপ্তাহ তারা সম্প্রীতি এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে, দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের এক আদর্শ ও উত্তম সম্পর্কের ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছে। ভাটিকান থেকে আগত কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ ও তার দলের সদস্যরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং আন্তঃধর্মীয় নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেন, জাতীয় বাইতুল মোকাররম মসজিদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বৌদ্ধ প্যাগোডা ও হিন্দু মন্দির এবং তেজগাঁও কাথলিক গীর্জা পরিদর্শন করেন। তাদের সফরের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা নিয়ে আমাদের এই বিশেষ প্রতিবেদন।*

রমনা আর্চবিশপ হাউজে ভাটিকান প্রতিনিধি দলের সাথে মাননীয় প্রধান বিচারপতি'র শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

বিগত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে রমনা আর্চবিশপ হলরুমে ভাটিকান থেকে আগত অতিথিদেরকে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আর্চবিশপ হাউজে প্রবেশদ্বারে অতিথিদেরকে মাল্যদান করে বরণ করা হয়। পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে মূল অনুষ্ঠানস্থলে অতিথিদেরকে নেওয়া হয়। প্রথমে ফাদার প্যাট্রিক গমেজ বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ইতিহাস ও এর সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেন। পরে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই বলেন, আমি কার্ডিনাল জর্জ কোভাকাদকে বাংলাদেশে আসার জন্য আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি রেফাত আহমেদ তার বক্তব্যে সকলকে শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষ্যে ধর্ম, লিঙ্গ ও জাতিগত বিভাজনের উর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি সাংবাদিকদের কাছে আজকের দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। কার্ডিনাল কোভাকাদ তার বক্তব্যে বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব তুলে ধরেন। শেষে তিনি পোপ ফ্রান্সিসের সার্বজনীন পত্র 'ফ্রাতেল্লী তুত্তি'র কথা স্মরণ করে জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে সম্প্রীতি বিষয়ক বিশেষ কনফারেন্স

গত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার মহামান্য কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ এবং তাঁর সফর সঙ্গীদের উপস্থিতিতে বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে অনুষ্ঠিত হলো সম্প্রীতি বিষয়ক এক বিশেষ কনফারেন্স। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সেমিনারীর অধ্যয়নরত সকল সেমিনারীয়ানগণ, সেমিনারী অধ্যাপকবৃন্দ, বাংলাদেশে পালকীয় কাজে রত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধানেরা। কনফারেন্সে অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপরে গির্জায় প্রবেশ করার পর অনুধ্যান সহভাগিতা করেন কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ। অতঃপর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সেমিনারী কমিশনের সভাপতি বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। গড়ে তুলি সম্প্রীতির সংস্কৃতি এবং অখ্রিস্টান ধর্মসমূহের সাথে মণ্ডলীর সম্পর্ক বিষয়ক ঘোষণা পত্র বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ সহভাগিতা করেন মন্সিনিওর ইন্দুনিল। মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হওয়ার পর উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন দুইজন অধ্যাপক, ফাদার অজিত কস্তা, আর্চবিশপ বিজয়, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, একজন ধর্ম ব্রতিনী সিস্টার ও একজন সেমিনারীয়ান। আলোচনা সভার শেষ ভাগে সভার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বাণী রাখেন বনানী সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজ। বনানীর সেমিনারীয়ানগণ, ফাদারগণ ও পরিচালকমণ্ডলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। তাদের সবার উদ্দেশে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ।

তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লীতে কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদের পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রবিবার, পবিত্র জপমালা রাণী গীর্জায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'সহ অন্যান্য বিশপগণ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ। বিকাল ৫:৩০ মিনিটে অতিথিদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই ও আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হওলাদার সিএসসি। কার্ডিনাল ও আর্চবিশপগণ, বিশপগণ ও অতিথিগণ তেজগাঁও এর ঐতিহ্যবাহী কবরস্থান ও বাংলাদেশের অতীব পুরাতন গীর্জা পরিদর্শন করার পর তাদের স্বাগতম জানানো হয়। এরপরেই শুরু হয় মহাখ্রিস্টযাগ। উক্ত খ্রিস্টযাগে প্রায় ৫ হাজার বিশ্বাসী ভক্তজনগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতেই আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং হলি রোজারী গির্জার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। উপদেশবাণীতে কার্ডিনাল জর্জ কোভাকাদ বলেন, আমরা যে ঈশ্বরের মহান অস্তিত্বকে বিশ্বাস ও স্বীকার করি, সে তুলনা করে নয়, বরং অন্যের জন্য অন্য ধর্মের, বিশ্বাসের, কৃষ্টির, অবস্থার মানুষকে স্থান দেয়া ও তাদের শ্রদ্ধা সম্মান করা। এছাড়া তিনি ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সংলাপের গুরুত্বের তাৎপর্য তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই ভক্তজনগণ কার্ডিনাল মহোদয়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

ভাটিকান প্রতিনিধি দলের সাথে শিক্ষার্থীদের সংলাপ সেমিনার

গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১:০০ ঘটিকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ফার্মগেইট, ঢাকায় কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের আয়োজনে ভাটিকানের কার্ডিনাল কোভাকাদ এবং আর্চবিশপ লরেন্স এস. হাওলাদার সিএসসি, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হয়। উক্ত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন। শুরুতে বাংলাদেশ এবং ভাতিকানের জাতীয় সঙ্গীত এবং পরে চার ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করা হয়। জাতীয় কণ্ঠশিল্পী ও '৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা তিমির নন্দী স্যারের তত্ত্বাবধানে এস.এফ.এক্স. গ্রীন হ্যারাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সম্প্রীতির গান অত্যন্ত শ্রুতিমধুরভাবে পরিবেশন করে। অতঃপর মাননীয় কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর উপর তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে বক্তাগণ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তারা সমাজ গঠনে বিভিন্ন ধর্মীয় সহিংসতা, বিভেদের বেড়াজাল ভেঙ্গে আন্তঃধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করে আলাপ-আলোচনা এবং পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতায় বহুত্ববাদী সমাজ গঠনের আহ্বান করেন। আন্তঃধর্মীয় বক্তব্যের পর উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথি ও সকল শিক্ষার্থীদের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে সরকারী সিকিউরিটি ফোর্স ও বিভিন্ন ইউনির্ভাসিটির স্টুডেন্টস'সহ প্রায় ৩৬৫ জন অংশগ্রহণ করেন। কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য এবং ঢাকার আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সদস্য সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ও তার দলের সকল সদস্য-সদস্যাদের সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে আর্চবিশপ লরেন্স এস. হাওলাদার উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন।

সিবিসিবি সেন্টারে ভাটিকানের প্রতিনিধি দল

৮ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেলে ঢাকার সিবিসিবি সেন্টারে, ভাটিকান প্রতিনিধি দল ও সকল ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ, বিশপগণ এবং বিশপীয় কমিশনের প্রায় ১০০ জন সদস্যদের সাথে বিশেষ আলোচনা সভা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে ভাটিকান প্রতিনিধি দল এবং সকল ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ এবং বিশপগণ এবং দ্বিতীয় অংশে সকল কমিশন এর নির্বাচিত সদস্যদের সাথে বিশেষ আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশটি পরিচালনা করেন আর্চবিশপ বিজয় এনডি' ক্রুজ ওএমআই এবং দ্বিতীয় অংশটি পরিচালনা করেন ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে শুরুতেই অতিথিদেরকে নৃত্যের মাধ্যমে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিবিসিবির সহ-সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও। অনুষ্ঠানে সহভাগিতা করেন প্রধান বক্তা কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ। এরপর সকলে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান সমাপ্তি করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি। এরপর ধন্যবাদমূলক বক্তব্য রাখেন সিবিসিবির জেনারেল সেক্রেটারী বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি। অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সদস্যদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা দেওয়া হয়। এরপর রাতের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর আয়োজনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি বিষয়ক সেমিনার

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর আয়োজনে রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে প্রায় ১০০০ জন অংশ নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার সম্প্রীতির বিষয়ে তার মতামত উপস্থাপন করেন। অতঃপর কার্ডিনাল জর্জ যাকোব কোভাকাদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কার্ডিনাল কোভাকাদ বলেন, সংলাপ মানে একে অপরের সঙ্গে সত্যিকারের বন্ধুর মতো সম্মান নিয়ে দেখা করা এবং এটি এই বিশ্বাস যে, মানবজাতির মহৎ ধর্মীয় ঐতিহ্যে ঈশ্বর কাজ করছেন। এসব ঐতিহ্যকে আমাদের মর্যাদা দিতে হবে। সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আহ্বান জানান। আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল সম্মেলনে পোপ চতুর্দশ লিও এর বার্তা পাঠ করেন। অতঃপর একটি প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে কাথলিক চার্চের আন্তঃধর্মীয় উদ্যোগ তুলে ধরা হয়। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। পরে পর্যায়ক্রমে পবিত্র কোরআন, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল থেকে পাঠ করে আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করা হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্মীয় নেতারাও ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

ভাটিকান প্রতিনিধি দলের ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম পরিদর্শন

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার, মহামান্য কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ এবং তার প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন, এরপর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে একটি সংলাপের আয়োজন করা হয়। সেখানে ড. হারুন অর রসিদ বলেন, "ইসলাম সার্বজনীন এক জীবন। আমাদের বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনার সনদে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্প্রীতি, মানবিক মূল্যবোধ সকল জাতি গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছিলেন। তার আলোকে আমরা শান্তির বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা বলতে চাই যে, সকল ধর্মের মত আমাদের ইসলাম ধর্মেও এই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।" মুন্সিনিয়র ইন্দুনিল বলেন, "আমরা এখানে এসেছি তীর্থযাত্রী হিসেবে। এটি একটি পবিত্র স্থান। তাই আপনাদের ভাই হিসেবে আমরা এখানে এসেছি, যাতে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও গভীর ও শক্তিশালী হয়। মহামান্য কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ বলেন, "গতকালের প্রোগ্রামটি আমার পছন্দ হয়েছে। আর আজ আপনাদের মত প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভবিষ্যতেও আপনাদের সাথে যোগযোগ করে এরকম সংলাপ আয়োজন করব।" বক্তব্যের শেষে ড. হারুন অর রসিদ উপহারস্বরূপ পবিত্র কোরআন শরীফ মহামান্য জর্জ যাকব কোভাকাদ-এর হাতে তুলে দেন।

সংবাদ সম্মেলনে ভাটিকান টিম

১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ বুধবার রমনা আর্চবিশপ'স ভবনের মিলনায়তনে ভাটিকানের প্রতিনিধি দলের সাথে সাংবাদিকদের সংবাদ সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনের শুরুতে গান ও ফুল প্রদানের মাধ্যমে সবাইকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, এই সময়ে আপনাদের এদেশে আসার কারণ কি? উক্ত প্রশ্নোত্তরে ভিত্তিতে কার্ডিনাল বলেন, বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সকল ধর্মের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান ও সাম্যের নীতির মাধ্যমে সম্প্রীতি সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং ভাটিকান ও বাংলাদেশের সাথে সংলাপের ভিত্তিতে সুসম্পর্কের পথ প্রস্তুত করা। অতঃপর মহামান্য কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ তার বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন। এরপর ফাদার ভিক্টর বক্তব্যে বলেন, আমরা সংলাপের মাধ্যমে সত্যকে ভালোবাসার অভিজ্ঞতা করি। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ বলেন, আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত হওয়া দরকার। অন্য ধর্মে যা যা ভালো আছে সেগুলো খুঁজে বের করা এবং তা প্রশংসা করাও দরকার। তিনি আরও বলেন, আমরা যেন ধৈর্য ধরে কাজ করি যাতে করে আমরা সত্যে পৌঁছাতে পারি। শেষে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ সম্মেলনে সকলের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভাটিকানের প্রতিনিধি দলের সবার হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। সবশেষে আর্চবিশপ কেভিন র‍্যান্ডাল তার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলনের ইতি টানেন।

ভাটিকান প্রতিনিধি দলের কমলাপুর বৌদ্ধবিহার ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, ভাটিকান থেকে আগত মহামান্য কার্ডিনাল জর্জ যাকোব কোভাকাদ এবং তার প্রতিনিধি দলের মন্সিনিয়র ইন্দুনিল, ফাদার মার্কোস এবং ফাদার ভিক্টর। ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত, আর্চবিশপ কেভিন র‍্যান্ডাল এবং কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের যৌথ আয়োজনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর আয়োজন করা হয়। এই সংলাপের একটি প্রধান অংশ ছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করা। অত্যন্ত আনন্দের ও সম্প্রীতির সাথে মঠের পরিচালক, ছাত্ররা এবং মঠ গুরুজীগণ অতিথিদের আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানান। মঠ পরিদর্শনের পর সকলে মিটিং রুমে সমবেত হয়। আলোচনা চলাকালীন সময়ে চা পানের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় হিন্দু, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় ভাইবোনদের সাথে সংলাপ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সহাবস্থান প্রত্যাশা করে ও উপহার বিনিময় করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কার্যকর হলে সম্প্রীতিময় সমাজ গড়ে উঠবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। তবে সংলাপের সেই কার্যক্রমে সকলকেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। কাথলিক মণ্ডলীর উদ্যোগে যে সংলাপ পরিচালিত হচ্ছে সেখানে অনেকেই অংশগ্রহণ করছেন। অনেকের অংশগ্রহণ আমাদেরকে আশা দান করছে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

Message of Honorable Chief Justice

Your Excellency Cardinal Koovakad, Prefect of Pontifical Council for Interreligious Dialogue and Eminent guests from the Vatican Dicastery; Your Excellency Bejoy N. D' Cruze, Archbishop of Dhaka and esteemed members of the Archdiocese of Dhaka; Your Excellency Archbishop Kevin Randal, Apostolic Nuncio and accompanying representatives from the Apostolic Nunciature; Ladies and gentlemen

Good evening,

It is both a profound honor and a solemn privilege to stand before this distinguished assembly, gathered in the spirit of interreligious cooperation and mutual understanding. I extend my heartfelt gratitude to the Apostolic Nuncio and to the Catholic Church in Bangladesh for arranging the delegation from the Dicastery for Interreligious Dialogue, as well as to the Office of the Honorable Chief Adviser for their gracious role in hosting the scheduled events and the instant gathering. I would also be deeply obliged, if the esteemed members from the Holy See would kindly convey my whole hearted appreciation back to His Holiness Pope Leo XIV, for his commitment to inter-faith unity.

By a happy coincidence, today's dialogue takes place on the occasion of *Eid-EMiladunnobi*, the commemoration of the birth and death anniversaries of the Holy Prophet Hazrat Muhammad (Peace Be Upon Him). His life and message offered humanity a path toward kindness, peace and equity reminding mankind that the highest calling is to uphold dignity, extend mercy, and live in harmony. Standing in an isolated desert 1400 years ago, he declared in his last sermon: *"All mankind is from Adam and Eve; an Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab over an Arab; a White has no superiority over a Black, nor a Black over a White – except by piety and good action."*

Excellencies,

Religious plurality had remained a constant uplifting feature for human civilization. Personal-animosity and communal-confrontation were not born of faith itself, but of the ancient struggles of state and empires. As Bertrand Russell observed in his book *Human Society in Ethics and Politics,* faith is too often used to rearm ourselves in conflict. For faith, when misused, becomes a potent force for deepening hatred and for justifying the persecution of others. In contrast, major religions always guided us toward peace and justice. For example, The Holy Prophet Hazrat Muhammad (Peace Be Upon Him) convened in Medina what we would now call a 'trialogue', bringing Jews, Christians, and Muslims together to discuss on their respective faiths. A remarkable instance in the forging of early Islam's nationhood is the Charter of Medina which is acclaimed as the world's first written constitution. Drafted by the Holy Prophet Hazrat Muhammad (Peace Be Upon Him) upon his migration to Medina, it confederated Muslims, Jews, and other tribes into a single polity premised on mutual rights and responsibilities. The Charter attests to the legal moorings of Islam's socio-political philosophy and this 7th Century pluralistic and federative social compact underwritten by an ethos of multi-faith inclusivity appeals to us most this *Eid-e-Miladunnabi.* The document proclaimed freedom of faith, security for life, and certainty of property for every group, in return for their promise to stand by both fellow townsmen and immigrants against the acts of aggression. This covenant epitomized that social harmony does not depend on uniformity, but on cooperation among the compatriots, on equality before the law and on the dignity of every individual.

Along with Islam, other faiths, too, uphold compassion as a central goal and sacred virtue. Despite the dissimilarities, many religions converge on various uniform teachings. Christianity and Islam, in particular, share a common origin in the Abrahamic tradition and carry striking similarities. Islam calls us to surrender to God's compassionate will which embraces all humanity, while Christianity

মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাণীর সংক্ষিপ্তসার

(৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আর্চবিশপ হাউজে মহামান্য কার্ডিনাল কোভাকাদ ও ভাটিকান টিমকে স্বাগত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির প্রদত্ত বাণীর সংক্ষিপ্তসার। উল্লেখ্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি বাণীটি ইংরেজিতে রেখেছিলেন।)

ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রিফেক্ট মহামান্য কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদ ও ভাটিকান ডিকাস্টেরির অতিথিবৃন্দ, শ্রদ্ধাভাজন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ও ঢাকা আর্চডায়োসিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিও আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, শুভ সন্ধ্যা।

আজকের এই বিশেষ সমাবেশে উপস্থিত হতে পেরে আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ, যা ধর্মীয় সহাবস্থান ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রতীক। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের কাথলিক চার্চ, অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিও ও সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়কে, এই গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ আয়োজনের জন্য। ভাটিকানের প্রতিনিধি যদি পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র কাছে আমার কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দেন, তবে আমি কৃতার্থ থাকব।

আজকের এই সংলাপটি ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে অনুষ্ঠিত হওয়া সৌভাগ্য ও আনন্দের। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন আমাদের শান্তি, সহানুভূতি ও সাম্যতার শিক্ষা দেয়। তাঁর মদিনা সনদ ধর্মীয় সহাবস্থান ও পারস্পরিক অধিকার রক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

ধর্মীয় বৈচিত্র্য সবসময় মানব সভ্যতার শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিভাজন ধর্ম থেকে নয়, বরং ক্ষমতা ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নেয়। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম উভয় ধর্মই আমাদেরকে

calls believers to love people of every faith as God's image-bearers. Instead of offering resistance to peripheral differences, we all are encouraged to recognize them as part of the beautiful design by the Almighty. As the Quran says, *"And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors."* (Chapter 30: Verse 22) The Bible, on the other hand, instructs us to practice tolerance even in the face of disagreement. As the New International Version declares, *"We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves"* (Romans Chapter 15: Verse 1).

Your Excellency Cardinal Koovakad,

I am pleased to recall that, in the aftermath of the horrors of Second World War, the Christian Church placed renewed emphasis on interfaith dialogue. Muslims and Christians have sat together in many parts of the world since to build bridges of understanding. From these encounters emerged meaningful acts of mutual recognition. In this spirit, the Constitution of the People's Republic of Bangladesh preserves the same principle. Under Article 41, every citizen is free to profess, practice, and promote their theological beliefs without fear, obstacle, or interference. At the same time, each religious community is assured the right to set up, sustain, and govern its own places of worship.

Complementing this, Article 28 champions the principle of non-discrimination. It affirms that no citizen shall face inequality on the grounds of religion, race, caste, gender, or birth-place. These Articles are so firmly protected that they are placed within the part of our Constitution known as 'Fundamental Rights,' making clear that even lawmakers cannot curtail or withhold them.

As humans, we carry the unique capacity to reengineer our attachments and identities through education and exchange of experience. If prejudice can be learned, it can also be unlearned. With conscious effort, human society can rise above partisanship by cultivating compassion, empathy and love. If humanity has been able to formulate rules for the conduct of war through international law, surely the rules of peace should not be beyond our reach.

Article 1 of the *Universal Declaration of Human Rights is a pledge we all share: "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."* These words are a reminder that our reason and conscience can defeat the walls of race and religion. Central to this transformation is the recognition that 'othering' and 'sectarianism' are corrosive not only to their victims, but equally to those who perpetuate them. Nobel Laureate Amartya Sen argues in his book *Identity and Violence* that we ignite ferocity when we define individuals solely by a single dimension of their personality or character. Intolerance, then, is not merely a burden on the weak; it is a poison that consume the lives of all.

Excellencies and Esteemed Guests,

A judge is entrusted to deliver justice from courtroom by upholding dignity and equal rights. The greater trust, however, is placed upon our faith leaders. It is to them people turn in search of spiritual knowledge and moral guidance. With their sacred words, they can inculcate a deeper respect for human dignity and a sincere commitment to equal rights. By teaching humility, they can guide people away from the traps of exclusion toward the spirit of solidarity. Before I conclude, I wish to make an earnest appeal for more such gatherings. It is my conviction that interfaith dialogue is not a matter of choice, it is an imperative. In a world of constant interaction, we must choose: either dialogue or division, either conflict or coexistence. Together, we can commit ourselves to dialogue, not only in this room, not only between mosque and church, between temple and synagogue, but in every place where human beings meet. Since we all spring from a common origin, we must strive for a common peace. As poet Abu Barzak beautifully said *"Just as infinite colors blossom from a single sun – call it an atom or an Adam – everything was once One."* Our efforts today must bring us closer to that one purpose, where unity is not a distant dream but a living reality.

Thank you.

দয়া, সহনশীলতা এবং মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র বাইবেল আমাদের বৈচিত্র্যকে আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়।

বাংলাদেশের সংবিধানেও এই মূল্যবোধের প্রতিফলন রয়েছে। ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও বৈষম্যহীনতার অধিকার সংবিধানের মূল স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

মানবতা আমাদের শেখায়, যদি বিদ্বেষ শেখা যায়, তবে তা অস্বীকার করাও সম্ভব। আমাদের যুক্তি ও বিবেক দিয়ে বিভেদ নয়, ঐক্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। 'অপরীকরণ' এবং সাম্প্রদায়িকতা শুধু অন্যদের ক্ষতি করে না, বরং সমাজের সামগ্রিক শান্তি ও মানবিকতাকেই হুমকির মুখে ফেলে।

একজন বিচারক যেভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব মানুষের আত্মিক ও নৈতিক পথপ্রদর্শক হওয়া। কেননা তাদের বাণীর মাধ্যমে মানুষকে বিভাজনের পথ থেকে ঐক্যের পথে আনা সম্ভব।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এখন সময়ের দাবি। আমাদের সামনে দুটি পথ –সংলাপ অথবা বিভেদ, সহাবস্থান অথবা সংঘাত।

আমরা যেন একসাথে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য কাজ করি, যেখানে বিভিন্নতা বিভাজনের কারণ নয়, বরং ঐক্যের সৌন্দর্য হয়ে ওঠে। আমাদের আজকের প্রয়াস সেই একতার কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য হওয়া উচিত, যেখানে ঐক্য কেবল একটি স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তবতা। ধন্যবাদ।

Address to the Students and Professors by His Eminence George Jacob Cardinal Koovakad Prefect, Dicastery for Interreligious Dialogue

Good morning, respected Professors, dear students, and friends!

I am truly happy to be here with you today. When I look around and see your faces, I see energy, vitality, curiosity, and hope; these are the qualities that give life to every society.

In the context of promoting interreligious dialogue I would like to speak today about the Catholic Church's understanding of dialogue, culture, and the role of young people and intellectuals in promoting interreligious dialogue for peace and harmony in a pluralistic society.

Let me start with a simple question: How many of you have friends from other religions? [pause for reactions].

This is already a small example of dialogue! That means, you are interacting interreligiously, learning from each other, and building trust.

Brothers and Sisters, dear friends!

We inhabit a world imbued with the magnificence of God. We easily see abundant diversity everywhere, particularly in nature and in the human condition. For all this beauty, we must always thank God. Our gratitude is grounded particularly in that God is the creator of all and God's glory and grace guides us here and draws us to our final destination. We recognise that we are designed to open our hearts to God, to worship Him, and to serve humanity and His creation.

But we also must recognize that the human condition is fraught. Too often we have distorted these blessings through our own fears and selfishness, and most sadly our defiance against God. In short, we live in a sin-broken world. And yet, my friends, we happily still persist in seeking answers that come from the depths of our souls: Who is God, and what is His intention for humankind? Each religion directs its adherents to confront these essential questions through their respective sacred scriptures and traditions.

***Nostra Aetate*: In Our Times**

In the context of the 20th century and with a spirit of open dialogue, the Second Vatican Council's Document *Nostra Aetate* (1965), which translates to "In Our Times," made a bold acknowledgement of other religions and their followers in the spirit of *'aggiornamento'* (bringing up to date). The document teaches regarding Islam as follows:

"The Church regards with esteem also the Muslims. They adore the one God, living and subsisting in Himself; merciful and all-powerful, the Creator of heaven and earth, who has spoken to men…" (NA, 3).[1]

The Document also states:

"Since in the course of centuries not a few quarrels and hostilities have arisen between Christians and Muslims, this sacred synod urges all to forget the past and to work sincerely for mutual understanding and to preserve as well as to promote together for the benefit of all mankind social justice and moral welfare, as well as peace and freedom" (NA,3).[2]

Nostra Aetate acknowledges historical grievances, but also urges us to now work towards mutual understanding. The document calls for more than just understanding; it encourages collaboration. Christians and Muslims can collaborate in so many humanitarian efforts, such as the protection of life, the sanctity of marriage and family, environmental stewardship, and initiatives aimed at nuclear disarmament.

The missionary decree of the Church, *Ad Gentes*, taught Christians that as disciples of Christ they "should know the people among whom they live and should establish contact with them, to earn by sincere and patient dialogue what treasures a bountiful God distributed among the nations of the earth" (Ad Gentes, 11).[3]

The Recent Popes: Beautiful Models

The dialogue sparked by *Nostra Aetate* was further developed in the teachings of later Popes. Just one example from Pope Paul VI (1963-1978): While in Uganda in 1969, he conveyed his deep respect for the Islamic faith and expressed a hope that "What we possess in common serves to unite Christians and Muslims in an ever-closer way in authentic fraternity."[4]

Central to Pope John Paul II's approach is a genuine respect for the truth present in non-Christian faiths. This acknowledgement encourages Christians to engage with others not just to share their own beliefs, but also with a genuine openness to learn from and be enriched by the insights of others.

Throughout his Papal visits across the globe, Pope John Paul II (1978-2005) met with people from different religious backgrounds and emphasised three vital attitudes essential for meaningful interreligious dialogue:

First: respect and appreciation for the beliefs of others, understanding the depth of their personal convictions;

Second: the capacity to view all aspects of reality from the perspective of the other; and

Third: a humble willingness to learn about the core beliefs and practices of others, rather than clinging to biases, misunderstandings, and distorted media.

According to Pope Benedict XVI (2005-2013), the concept of *caritas in veritate* (charity in truth) is central in the promotion of interreligious dialogue. He emphasized that the authentic development of humanity is achieved only when charity is guided by truth and truth by charity, both of which are rooted in reason and faith.

Pope Benedict stressed the importance of understanding others' religions from their own perspective. He stressed the importance of share religious experiences, noting that even if we do not share the same doctrines, we can still be enriched, both spiritually and personally.

Pope Benedict was also concerned about young people and the future of the world. He emphasized the importance of educating young people, particularly in terms of authentic diversity. He warned that if we do not prepare the next generation to embody mutual respect today, we could be drawn into rash conflicts in the future (cfr. Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the Celebration of the World Day of Peace, 1 January 2012).[5]

Pope Francis (2013-2025) also was a strong advocate for interreligious dialogue, considering it as a "providential sign" and the essential alternative to conflict. This would never be a compromise of one's own faith but a path to deeper mutual understanding, fraternity, and peace. Pope Francis promoted dialogue variously: through theological exchange, through acts of cooperation, and by fostering a culture of encounter with leaders and followers of different religions to build a more habitable and peaceful world.

Worth mentioning that during his pontificate, despite facing health challenges in the last few years, Pope Francis visited 13 countries with majority Muslim populations to get to know them and to promote peace. These countries include Egypt, Iraq, the United Arab Emirates, Bahrain, Turkey, Morocco, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Jordan, Palestine, Azerbaijan, Kazakhstan, Albania, and Indonesia.

In brief, it can be said that recent Popes, guided by the teachings of the Catholic Church, have shown a commitment to understanding and respecting Muslims and people of other religions and their cherished beliefs. They advocated confronting ignorance, combating extremism, and addressing every discrimination. Moreover, they urge all believers to work together to protect human dignity and the right to practice one's faith.

Pope Francis and Imam Ahmad Al-Tayyeb: The Document on Human Fraternity – A Roadmap for Today

One of the memorable fruits of the long fraternal journey of Muslims and Catholics is the *Human Fraternity Document*. On February 4, 2019, at an interreligious gathering held at the Founder's Memorial in Abu Dhabi, Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, co-signed the Document, *the Human Fraternity for World Peace and Living Together*.

The Human Fraternity document urges all believers in God and indeed the whole human community to join forces and work together as brothers and sisters, highlighting the need to cultivate a culture of mutual respect among people.

In the *Human Fraternity Document*, Pope Francis and the Grand Imam Al-Tayyeb share concerns about the decline of empathy and compassion for the world's suffering. They note that ethical standards and virtuous behaviour are deteriorating at the great cost of human flourishing. They highlight that rising corruption and dishonesty undermine public trust, fueling a sense of moral decline that weakens our collective spirit and results in widespread frustration and chaos.

They warn followers of all faiths that the precarious nature of our current context pushes many millions of people into desperation, with some individuals and groups gravitating toward religious extremism driven by fear, insecurity, and blind fanaticism. This situation often results in a downward spiral into fundamentalism, which can lead to both personal and societal self-destructions.

As new conflicts emerge, accompanied by rising tensions and a troubling accumulation of arms, countless individuals are faced with poverty and illness. Millions of children suffer from the devastating effects of hunger and deprivation. We are left to confront the consequences, including numerous victims, widows, and orphans. It is disheartening to realize that the world remains a mute spectator to these immense sufferings of fellow beings.

In this context, Pope Francis and the Grand Imam Al-Tayyeb urged all people of goodwill to adopt a culture of dialogue as the guiding principle, emphasizing that cooperation should be our standard practice. They call upon everyone to work towards mutual understanding as both our method and our aim. It's time to take action, they caution, as we must put an end to the cycle of innocent bloodshed and strive to resolve wars and conflicts. They also remind us that our united efforts must focus on preserving the Earth.

They stress the importance of rediscovering values such as peace, justice, goodness, beauty, human fraternity, and coexistence. Together, they believe we can cultivate a culture of tolerance and learn to live in harmony. They strongly assert that religions should never be a source of war, hatred, hostility, or extremism.[6]

Brothers and Sisters, dear friends,

Allow me to address a very important topic: youth, dialogue, and the future. In my observation, Bangladesh is a country with a rich culture. There is music, literature, festivals, art, sport (cricket), and traditions that bring people together in joy and creativity and make them brothers and sisters. Your culture is a bridge between the past and the future.

Being young today comes with both opportunities and challenges. There are examples of opportunities, such as easy access to education, exploring and discovering more knowledge that can change lives. Technology and social media connect you to people around the world. You can share ideas and learn from other religions and cultures.

On the other side, you also face challenges, such as how to balance tradition and modernity, how to stay true to your roots while embracing global ideas. Social media can bring misinformation, hoax, and false news; indeed, extremist ideas if you are not careful. Tensions between communities sometimes appear, even among friends or classmates.

It is important for young people to open themselves to embrace the diversity of ideas, opinions, cultures and religions in the society and in the world. Interreligious dialogue is not about changing someone's religion. It is about listening, understanding, and respecting. It is about loving another and respecting what is central to their hearts and souls. It is about building trust and learning from one another in order to be mutually enriched.

Conclusion

In conclusion, it is essential to recognize the Catholic Church's emphasis on fostering mutual respect, mutual understanding and collaboration between Christians and people of other religions. There is a vital need for all groups to engage in initiatives that promote social justice and peace for the common good. The Church encourages all people of goodwill to embrace three core principles for interreligious dialogue: *respecting others' beliefs, understanding diverse perspectives, and showing a willingness to learn from one another*.

Allow me to quote a part of the beautiful prayer of Pope Francis in his Encyclical Letter *Fratelli Tutti*, expressing a strong hope towards God for a better future:

"May our hearts be open to all the peoples and nations of the earth.
May we recognize the goodness and beauty
that you have sown in each of us,
and thus forge bonds of unity, common projects,
and shared dreams. Amen".[7]

Thank you for your attention.

End Notes:

1. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html
2. Ibid.
3. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
4. https://www.clerus.org/bibliaclerusonline/en/g05.htm
5. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace.html
6. Cfr.: https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
7. https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মন্ত্রণালয় প্রধান কার্ডিনাল জর্জ যাকব কোভাকাদের উপস্থাপনার সংক্ষিপ্তসার

শুভ সকাল সম্মানিত অধ্যাপকবৃন্দ, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আজ আপনাদের মাঝে থাকতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। যখন আমি আপনাদের মুখের দিকে তাকাই, তখন দেখি–উৎসাহ, উদ্যম, কৌতূহল এবং আশার দীপ্তি; এ সকল গুণই প্রতিটি সমাজকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আজ আমি কাথলিক চার্চের সংলাপ, সংস্কৃতি এবং একটি বহুধর্মীয় সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কথা বলব যা আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে উৎসাহিত করবে বলে বিশ্বাস করি। একটি সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি: আপনাদের মধ্যে কতজনের অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধব রয়েছে? এটি সংলাপের ছোট একটি উদাহরণ–যেখানে আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখি ও বিশ্বাস গড়ে তুলি।

ঈশ্বরের সৃষ্ট বিশাল বৈচিত্র্য ও আমাদের দায়িত্ব

আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যা ঐশ সৌন্দর্যে পূর্ণ–প্রকৃতি ও মানবজীবনের বৈচিত্র্যে তা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু মানুষ প্রায়ই পাপ, ভয় ও অহংকারের কারণে সেই সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলে। তবুও আমরা এখনো নিগুঢ় এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছি: ঈশ্বর কে? এবং মানবজাতির উদ্দেশ্য কী? সকল ধর্মই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে সহায়তা করে।

কাথলিক মণ্ডলী ও Nostra Aetate (আমাদের সময়ে)

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল 'Nostra Aetate' অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে মণ্ডলী তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। এতে ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"মণ্ডলী মুসলমানদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করে। তারা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে–যিনি স্বয়ং জীবন্ত, দয়ালু ও সর্বশক্তিমান; স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, যিনি মানবজাতির সঙ্গে কথা বলেছেন..." (NA, ৩)। আরও বলা হয়েছে:

"যেহেতু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বহু বিরোধ ও শত্রুতার ঘটনা ঘটেছে, এই দলিল সকলকে আহ্বান জানাচ্ছে অতীতকে ভুলে গিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সামাজিক ন্যায়বিচার, নৈতিক কল্যাণ, শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য একসাথে কাজ করতে।" (NA, ৩)

এই দলিলটি শুধু পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথা বলেনি, বরং সহযোগিতার জন্যও আহ্বান জানিয়েছে। খ্রিস্টান ও মুসলমানরা একসঙ্গে মানবিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে–যেমন: জীবনের সুরক্ষা, বিবাহ ও পরিবারের পবিত্রতা, পরিবেশ রক্ষা, এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ। এই দলিলটি মূলতঃ পারস্পরিক 'বোঝাপড়া' এবং 'সহযোগিতা'র জন্য উভয়কে আহ্বান জানায়।

সাম্প্রতিক পোপদের বার্তা

সাধু পোপ ২য় জন পল বলেন: আন্তঃধর্মীয় সংলাপে চাই (১) অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা, (২) তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা, এবং (৩) শেখার মনোভাব।

পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট বলেন: সত্য ও প্রেমের ভিত্তিতে সংলাপ গড়ে তুলতে হবে, এবং তরুণদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান গড়ে তোলার শিক্ষা দিতে হবে।

সদ্য প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস বলেন: সংলাপ কোনো আপোষ নয়, বরং শান্তির পথ। তিনি শান্তি ও বোঝাপড়ার বার্তা নিয়ে ১৩টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ভ্রমণ করেছেন।

Document on Human Fraternity (মানব ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক দলিল-২০১৯)

পোপ ফ্রান্সিস ও আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম আহমদ আল-তায়্যেব ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে 'মানব ভ্রাতৃত্ব' দলিলে স্বাক্ষর করেন। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে:

- ধর্ম কখনো ঘৃণা বা সহিংসতার উৎস হতে পারে না।
- পারস্পরিক সংলাপ ও সহযোগিতা হবে আমাদের পথ ও লক্ষ্য।
- সবাইকে একসাথে পৃথিবী ও মানবতা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

যুবশ্রেণি, সংলাপ, এবং ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ–সঙ্গীত, সাহিত্য, ক্রীড়া (বিশেষ করে ক্রিকেট), উৎসব ও ঐতিহ্য আপনাদের একত্র করে। এই সংস্কৃতি অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে একটি সেতুবন্ধন। আজকের তরুণদের জন্য যেমনি অনেক সুযোগ আছে, তেমনি আছে চ্যালেঞ্জও।

সুযোগ:

- সহজে শিক্ষা লাভ
- প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ
- অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে শেখার সুযোগ

চ্যালেঞ্জ:

- ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ভারসাম্য রক্ষা
- ভুল তথ্য, গুজব, উগ্রবাদ ছড়ানো
- পারস্পরিক বিভেদ, এমনকি বন্ধুদের মধ্যেও

এমনিতর অবস্থায় তরুণদের উচিত–মনের দরজা খুলে দেয়া, ভিন্নমত ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি করা। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মানে ধর্ম পরিবর্তন নয়–বরং বোঝা, শ্রদ্ধা করা, এবং একে অপরকে সমৃদ্ধ করা।

উপসংহার

কাথলিক মণ্ডলী শেখায়–শান্তি গড়ে ওঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া, ও সহযোগিতার মাধ্যমে। আমরা যদি অন্যের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝি, এবং শেখার মনোভাব রাখি–তাহলে সমাজে সত্যিকারের শান্তি সম্ভব। শেষে প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের একটি প্রার্থনার অংশ দিয়ে শেষ করছি, যা তিনি তাঁর 'Fratelli Tutti' সর্বজনীন পত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন:

আমাদের হৃদয় যেন পৃথিবীর সব জাতি ও জনগণের জন্য উন্মুক্ত হয়।

আমরা যেন প্রত্যেকের মাঝে তোমার রোপিত মঙ্গলময়তা ও সৌন্দর্য চিনতে পারি,

এবং একতা, যৌথ প্রচেষ্টা ও ভাগ করা স্বপ্নের বন্ধন গড়ে তুলতে পারি। আমেন।

ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-২৯, সরকারবাড়ী (নীচতলা), নদ্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

স্থাপিত ঃ ০৫/০৮/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং ঃ ০০৮৯৪/২০০৭

২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো–অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **৩১ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ**, রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় অত্র সমিতির **"২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** ডি'মাজেনড গীর্জা প্রাঙ্গণে (প্রগতি স্বরণী ,বারিধারা জে ব্লক, প্লট নং ঃ ৫৮ এবং ৬০, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯) অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯:০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং কোরাম পূর্তির জন্য আকর্ষণীয় লটারীর ব্যবস্থা আছে।

অতএব, উক্ত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি/আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

আগষ্টিন কস্তা
সভাপতি
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

দিপালী কস্তা
সম্পাদক
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

বিজ্ঞ/২১৯/২৫

Message of His Holiness Pope Leo XIV

To the Participants in the Interreligious Meeting in Bangladesh on 9th September

I am pleased to offer greetings of friendship to the participants in the interreligious meeting in Bangladesh. Above all, I wish you the peace that can only come from God one that is "unarmed and disarming, humble and persevering," and "always seeks charity, that always seeks to be close, above all, to those who are suffering" (*Urbi et Orbi,* 8 May 2025).

I commend the organizers of this gathering for choosing the theme "Promoting a Culture of Harmony between Brothers and Sisters." Indeed, this theme reflects the spirit of fraternal openness that people of goodwill seek to foster with members of other religious traditions. It arises, moreover, from the conviction that our human community is truly one in origin and in destiny under God (cf. Second Vatican Council, Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions *Nostra Aetate*, 28 October 1965, 1). We are all his children and thus brothers and sisters. As one family, we share the opportunity and the responsibility to continue nurturing a culture of harmony and peace.

In this regard, we may rightly speak of "culture" in two senses. Culture can mean the rich heritage of arts, ideas and social institutions that characterise each people. At the same time, culture can be understood as a nurturing environment that sustains growth. Just as a healthy ecosystem allows diverse plants to flourish side by side, so too a healthy social culture allows diverse communities to thrive in harmony. Such a culture must be carefully cultivated. It requires the sunlight of truth, the water of charity and the soil of freedom and justice. We know from painful moments in history that when the culture of harmony is neglected, weeds can choke out peace. Suspicions take root; stereotypes harden; extremists exploit fears to sow division. Together, as companions in interreligious dialogue, we are like gardeners tending this field of fraternity, helping to keep dialogue fertile and to clear away the weeds of prejudice.

Indeed, this very occasion that you share today is a beautiful witness. It affirms that differences of creed or background need not divide us. On the contrary, in the act of encountering one another in

বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র বাণী।

বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি বন্ধুত্বের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত। সর্বোপরি, আমি আপনাদের উপর শান্তি কামনা করি যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসতে পারে- এমন শান্তি, যা "নিরস্ত্র ও নিরস্ত্রকারী, যা বিনম্র ও অধ্যবসায়ী" আর যা "সর্বদা ভালোবাসার অন্বেষণ করে, যে ভালোবাসা, সর্বোপরি, যারা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের কাছাকাছি থাকতে চায় (পোপের সর্বজনীন বিশেষ আশীর্বাদবাণী, ৮ মে ২০২৫)।

ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে "গড়ে তুলি সম্প্রীতির সংস্কৃতি"- এই মূলভাবটি বেছে নেয়ার জন্য আমি এই সমাবেশের আয়োজকদের সাধুবাদ জানাই। বাস্তবিক, এই মূলভাবটি ভ্রাতৃপ্রতীম উন্মুক্ততার চেতনার প্রতিফলন ঘটায়, যা সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষেরা অন্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসারী সদস্যদের সঙ্গে এই উন্মুক্ততার চেতনাকে বাড়িয়ে তুলতে চায়। তদুপরি, এই চেতনা সেই প্রত্যয় থেকে জেগে ওঠে যে, আমাদের মানব সমাজ সত্যিকারভাবেই এক ঈশ্বরের অধীনেই এর উৎপত্তি, ঈশ্বরের অভিমুখেই এর গন্তব্য *(দ্রঃ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, অখ্রিস্টান ধর্মসমূহের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক বিষয়ক ঘোষণাপত্র, ২৮ অক্টোবর ১৯৬৫, ১)*। আমরা সবাই তাঁর সন্তান এবং এভাবে আমরা পরস্পরের ভাই-বোন। এক পরিবার হিসেবে, আমরা সম্প্রীতি ও শান্তির একটি সংস্কৃতি লালনের কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য সুযোগ ও দায়-দায়িত্বের সহভাগী।

এই ক্ষেত্রে, আমরা দু'টি অর্থে "সংস্কৃতি"র বিষয়ে কথা বলতে পারি। সংস্কৃতি বলতে শিল্প, ধারণা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের একটি কৃষ্টি-সমৃদ্ধ ঐহিত্য বোঝাতে পারে, যা প্রতিটি জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যকে গঠন করে। একই সময়ে, সংস্কৃতিকে একটি লালন-পালনের পরিবেশ হিসেবেও বুঝে নেয়া যেতে পারে যা বৃদ্ধিকে টিকিয়ে রাখে। যেমন ক'রে একটি স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র বৈচিত্রময় নানা উদ্ভিদকে পাশাপাশি রেখে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ ক'রে দেয়, তেমনি একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক সংস্কৃতি বৈচিত্রময় বিভিন্ন সমাজকে সম্প্রীতির সাথে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ দান করে। তেমন সংস্কৃতিকেই খুব যত্নের সঙ্গে অবশ্যই চাষ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সত্যের আলোকরশ্মি, ভালবাসার জল এবং স্বাধীনতা ও ন্যায্যতার মাটি। আমরা ইতিহাসের পীড়াদায়ক মুহূর্তগুলো থেকে জানি যে, যখন সম্প্রীতির সংস্কৃতি উপেক্ষা করা হয়, তখন আগাছা শান্তির শ্বাসরোধ করতে পারে। তখন সন্দেহ শেকড় গাড়ে, বাঁধাধরা ধারণা দৃঢ় হয়, চরমপন্থীরা বিভেদ বপনের জন্য ভয়কে কাজে লাগায়। একসঙ্গে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সঙ্গী হিসেবে আমরা হলাম সেই চাষীদের মতো যারা ভ্রাতৃত্বের এই জমির পরিচর্যা করে এবং এই সংলাপকে উর্বর রাখতে ও কুসংস্কারের অগাছা দূর করতে সহায়তা করে।

বাস্তবিক অর্থে, এই উপলক্ষটি, যেখানে আপনারা আজ পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করেছেন, এটি হয়েছে একটি সাক্ষ্য। এটি নিশ্চিত করে যে, বিশ্বাস ও পারস্পরিক অবস্থার ভিন্নতা আমাদের মধ্যে যেন বিভক্তি না নিয়ে আসে। বরং, একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ এবং সংলাপে সকল বিভেদ, ঘৃণা ও সহিংসতার শক্তি, যা প্রায়শঃই মানবতাকে জর্জড়িত করেছে, তার

friendship and dialogue, we stand together against the forces of division, hatred and violence that have too often plagued humanity. Where others have sown distrust, we choose trust; where others might foster fear, we strive for understanding; where others view differences as barriers, we recognize them as avenues of mutual enrichment (cf. Francis, *Ecumenical and Interreligious Meeting for Peace,* 1 December 2017).

Truly, building a culture of harmony means sharing not only ideas but also concrete experiences. As Saint James reminds us, "religion that is pure and undefiled before God... is this: to visit orphans and widows in their affliction" (*Jas* 1:27). From this perspective, we can say that a genuine measure of interreligious friendship is our willingness to stand together in service to society's most vulnerable. Bangladesh has already witnessed inspiring examples of this unity in recent years, when people of different faiths joined in solidarity and prayer in times of natural disaster or tragedy. Such gestures build bridges - between faiths, between theory and practice, between communities so that all Bangladeshis, and indeed all humanity, may pass from suspicion to trust, from isolation to collaboration. They also strengthen the resilience of communities against voices of division. Cooperating in every good work is a most effective antidote to forces that would draw us into hostility and aggression. When our dialogue is lived out in actions, a powerful message resounds: that peace, not conflict, is our most cherished dream, and that building this peace is a task we undertake together.

With these sentiments, I wish to reaffirm the Catholic Church's commitment to walking this path alongside you. At times, misunderstandings or past wounds may slow our steps. Yet let us encourage one another to persevere. Every group discussion, every joint service project or shared meal, every courtesy shown to a neighbour of another religion - these are bricks of what Saint John Paul II called "a civilization of love" *(Message for the Celebration of the World Day of Peace,* 1 January 2001).

I assure you of my fraternal love and prayers. May the Most High bless each of you, your families and communities. May he bless your country with ever-deepening harmony and peace. And may he bless our world, which so urgently needs the light of fraternity.

From the Vatican, 28 August 2025

Leo PP. XIU

বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। যেখানে অন্যেরা অবিশ্বাস বপন করেছে, সেখানে আমরা আস্থা রাখতে ইচ্ছা করেছি, যেখানে অন্যেরা ভয় বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছে, সেখানে আমরা বুঝতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি, যেখানে অন্যেরা বৈসাদৃশ্যসমূহকে বাধা হিসেবে জ্ঞান করেছে, সেগুলো আমরা পারস্পরিক সমৃদ্ধির উপায় হিসেবে চিনতে পেরেছি *(অনুসরণীয়: ফ্রান্সিস, শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় সভা, ১ ডিসেম্বর ২০১৭)*।

সত্যিকারভাবে, সম্প্রীতির একটি কৃষ্টি গড়ে তোলা মানে ধর্মীয় মতাদর্শের সহভাগিতা মাত্র নয়, কিন্তু বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতার সহভাগিতাকে বুঝায়। যেমনটি সাধু যাকোব আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন, "ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ হলো: অনাথ ও বিধবাদের দুঃখের দিনে তাদের দেখাশোনা করা এবং সংসারের আবিলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা" *(যাকব ১: ২৭)*। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, একটি সত্যিকার ধরণের আন্তঃধর্মীয় বন্ধুত্বের মাপকাঠি হলো সমাজের সর্বাপেক্ষা দুর্বলদের সহায়তা দিতে তাদের পাশে একত্রিত হওয়ার সদিচ্ছা। সাম্প্রতিক কালের বছরগুলোতে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ এই ধরণের ঐক্যের অনুপ্রেরণাদায়ী উদাহরণের সাক্ষ্য দিয়েছে; যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুঃখজনক ঘটনায় বিভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠী একত্রিতভাবে সৌহার্দ্য প্রকাশ ও প্রার্থনা করেছে। এমনি ধরণের উদারধর্মী কাজ সেতুবন্ধন গড়ে তোলে---বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে, তত্ত্ব ও চর্চার মধ্যে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে---যেন বাংলাদেশী সকল জনগণ এবং সর্বোপরি, সকল মানুষ যেন সন্দেহ থেকে বিশ্বাস, বিচ্ছিন্নতা থেকে সহযোগিতার পথ অতিক্রম করতে পারে। বিবাদের আওয়াজের বিরুদ্ধে এগুলো জনগোষ্ঠীর সহনশীলতাকেও জোরালো করে দেয়। প্রতিটি ভালো কাজে সহযোগিতা করা হলো পরাশক্তির বিপরীতে একটি ফলপ্রসূ প্রতিষেধক, যে শক্তি আমাদেরকে শত্রুতা ও বিবাদের সূত্রপাতের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের সংলাপ যখন জীবনধর্মী কাজের মধ্যে হয়, তখন একটি শক্তিশালী বাণী প্রতিধ্বনিত্ব হয়: বিবাদ নয়, ঐ শান্তি হলো আমাদের বহু আকাঙ্খিত স্বপ্ন, এবং এই শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ হলো আমাদের একত্রিত প্রচেষ্টা।

এই অনুভূতি নিয়ে, আপনাদের পাশে পথ চলার কাথলিক মণ্ডলীর প্রতিশ্রুতি আমি পুনঃনিশ্চিত করতে ইচ্ছা করি। কখনও কখনও ভুল বুঝাবুঝি কিংবা পুরাতন ক্ষত আমাদের গতি কমিয়ে দেয়। তবুও আসুন, আমরা উদ্যমী হ'তে একে অন্যকে উৎসাহিত করি। প্রতিটি দলীয় আলোচনা, প্রতিটি সম্মিলিত সেবা-কার্যক্রম, কিংবা সম্মিলিত আহার গ্রহণ, অন্য ধর্মের প্রতিবেশির প্রতি প্রতিটি সৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শন--- এগুলো হলো এক একটি ইট খণ্ড, যা উচ্চারিত হয়েছে সাধু ২য় জন পলের ভাষায় 'ভালবাসার একটি সভ্যতা' নামে *(বিশ্ব শান্তি দিবসের বার্তা, ১ জানুয়ারী ২০০১)*।

আমি আপনাদেরকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসা ও প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যিনি মহান সর্বোচ্চ গরিমায় সমাসীন, তিনি আপনাদের, আপনাদের পরিবার ও সকল জনগোষ্ঠীকে আশীর্বাদ করুন। তিনি আপনাদের দেশে শান্তি-সম্প্রীতি আরও গভীরতর ক'রে তুলুন। তিনি আমাদের বিশ্ব জগতকে আশীর্বাদ করুন, যেখানে ভ্রাতৃত্বের আলো জরুরীভাবে প্রয়োজন।

ভাতিকান থেকে, ২৮ আগষ্ট ২০২৫

পোপ চতুর্দশ লিও

Message to the Bangladesh Muslim Community
Baitual Mukrram National Mosque
Msgr. Indunil J. Kodithuwakku K.
10 September 2025

Today, we come to your revered mosque as pilgrims of peace and friendship. We express our heartfelt gratitude for the opportunity to visit this sacred place of prayer, so central to the faith and life of the Muslim community in Bangladesh.

Our presence here is a gesture of respect and fraternity. We come not as strangers, but as brothers and sisters, united in the desire to be peace-builders in our society. Together, we hope to strengthen bonds of friendship, deepen mutual understanding, and work side by side for the harmony and well-being of all people.

On this historic occasion, I would like to share a reflection inspired by the landmark speech of Pope John Paul II to the Muslim youth in Morocco in 1985. His words laid down a roadmap to foster relations between Muslims and Christians, underlining both our similarities and differences: He reminded us that "Christians and Muslims have many things in common, as believers and as human beings. […] For us, Abraham is a model of faith in God, of submission to his will and of confidence in his goodness. We believe in […], the one God, the living God, the God who created the world and brings his creatures to their perfection."

He then spoke of common values both Christians and Muslims share. "Both of us believe in one God, the only God, who is all justice and all mercy; we believe in the importance of prayer, of fasting, of almsgiving, of repentance and of pardon; we believe that God will be a merciful judge to us all at the end of time, and we hope that after the resurrection He will be satisfied with us and we know that we will be satisfied with him."

Pope John Paul II also spoke how to handle important differences. "We should recognize and respect our differences. Obviously the most fundamental is the view that we hold onto the person and work of Jesus of Nazareth. You know that, for Christians, Jesus causes them to enter into an intimate knowledge of the mystery of God and into the filial communion by His gifts, so that they recognize Him and proclaim Him Lord and Saviour. Those are the important differences which we can accept with humility and respect, in mutual tolerance; this is a mystery about which, I am certain, God will one day enlighten us."

Pope John Paul II also dealt with our turbulent past. "Christians and Muslims, in general we have badly understood each other, and sometimes, in the past, we have opposed and often exhausted each other in polemics and in wars. I believe that today, God invites us to change our old practices. We must respect each other, and we must stimulate each other in good works on the path of God" (John Paul II, address to the young Muslims of Morocco, August 19, 1985).

Dear brothers and sisters, this address of Pope John Paul II delivered forty years ago, remains one of the most significant papal gestures toward Islam, emphasizing dialogue over division.

Over the course of these years, we have learned that in Bangladesh, collaboration between Catholics and our Muslim brothers and sisters is a lived reality. In Catholic schools, hospitals, charitable organizations and other institutions, the majority of those serving alongside are Muslims. They guide and support the Catholic community, and through their presence Catholics never feel alone. For this generous cooperation much gratitude is due.

This spirit of cooperation is also seen during Christmas and other major feasts. It is said that Muslim friends not only respond warmly to invitations but often expect to be invited. Their presence at these moments, provide opportunities to share joys as well as difficulties.

At times, challenges arise when some individuals misuse religion for personal or political interests. Yet, in such situations, it has been shared that our Catholic brothers and sisters have experienced the truth of the saying, "A friend in need is a friend indeed." Many Muslim government officials and higher authorities have often stood by our Christian community with understanding and support. Many of them who are graduates of Catholic educational institutions, are familiar with the sincere mission and service of the Catholic church. Their consistent help has enabled our Catholics to overcome obstacles, and for this we are deeply grateful.

Our world is going through a dark hour marked by violence, divisions and sufferings. As believers in the merciful and compassionate God, let us pray for peace in the world, and especially in Bangladesh. Let us pray for all the victims of violence and aggression, particularly in Palestine, Ukraine and in other

ongoing conflicts around the world. May God transform our hearts of stone into hearts of flesh, so that we may act with compassion and justice. As believers in one God, let us stand together to condemn the abuse of God's name to justify violence.

Dear brothers and sisters, the hope and trust remain that this spirit of friendship and cooperation will continue in the future. As Pope Leo XIV reminded us in his message to Bangladesh yesterday: "in the act of encountering one another in friendship and dialogue, we stand together against the forces of division, hatred and violence that have too often plagued humanity. Where others have sown distrust, we choose trust; where others might foster fear, we strive for understanding; where others view differences as barriers, we recognize then as avenues of mutual enrichment" (Pope Leo XIV, Message for Bangladesh, 9.9.2025).

Finally, let our prayer today be that of Pope Leo XIV offered especially for Bangladesh: "May the Most High bless each of you, your families and communities. May he bless your country with ever deepening harmony and peace. And may he bless our world, which so urgently needs the light of fraternity" (Pope Leo XIV, 9.9.2025).

বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মন্সিনিয়র ইন্দুনিল জে. কোদিতুওক্কু এর বার্তা
স্থান: বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ
তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

আজ আমরা শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের তীর্থযাত্রী হিসেবে আপনাদের প্রধান ও পবিত্র মসজিদ বায়তুল মোকাররমে এসেছি। এই পবিত্র উপাসনালয় যা বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও জীবনের কেন্দ্রবিন্দু তাতে আসার সুযোগ পেয়ে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের এই উপস্থিতি সম্মান ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। আমরা এখানে আগন্তুক হিসেবে নয়, বরং ভাই-বোন হিসেবে এসেছি। এই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় একতাবদ্ধ হয়েই এসেছি। আমরা আশাবাদী যে, একসাথে আমরা বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় করবো, পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও গভীর করবো এবং সকল মানুষের কল্যাণ ও সম্প্রীতির জন্য একসাথে কাজ করবো।

এই উপলক্ষে আমি পোপ দ্বিতীয় জন পলের ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোতে মুসলিম যুবকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিশ্বাস, মানবতা ও মূল্যবোধের দিক থেকে অনেক মিল। আমরা উভয়েই এক সৃষ্টিকর্তা, করুণাময় ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমরা প্রার্থনা, রোজা, দান, তওবা ও ক্ষমার গুরুত্বে বিশ্বাস করি। পোপ দ্বিতীয় জন পল আমাদের পার্থক্যগুলোকেও সম্মানের সাথে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে মেনে নেওয়া উচিত। যিশু সম্পর্কে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে মুসলমানরা যে গ্রহণ করেন না, সেই পার্থক্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিবেচনা করা যায়। পোপ বলেন, একদিন ঈশ্বর নিজেই আমাদেরকে এই রহস্যের সত্যতা জানাবেন।

তিনি অতীতের খ্রিস্টান-মুসলিম সম্পর্কের জটিলতার কথাও স্বীকার করেন এবং বলেন, অতীতে একে অপরকে ভুলভাবে বোঝা হয়েছে, দ্বন্দ্ব হয়েছে। তবে আজ ঈশ্বর আমাদের ডাকছেন নতুনভাবে পথচলার জন্য, যেখানে সম্মান, সহনশীলতা ও ভালো কাজে একে অপরকে উৎসাহিত করা হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, পোপ দ্বিতীয় জন পলের এই ভাষণ ৪০ বছর আগে প্রদান করা হলেও আজও তা প্রাসঙ্গিক। তিনি দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সংলাপকে গুরুত্ব দিয়েছেন যা বর্তমানেও প্রযোজ্য।

এই কয়েক দশকে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশে কাথলিক ও মুসলিম ভাই-বোনদের মধ্যে সহযোগিতা শুধু তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তব জীবনের একটি অংশ হয়ে ওঠেছে। কাথলিক স্কুল, হাসপাতাল, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে যারা সহকর্মী হিসেবে পাশে রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই মুসলিম। তাঁরা কাথলিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে সমর্থন করে থাকেন। এই উদার সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সহযোগিতার স্পৃহা বড়দিন ও অন্যান্য বড় উৎসবগুলোতেও প্রকাশ পায়। শোনা যায়, মুসলিম বন্ধুরা শুধু আমন্ত্রণ পেলেই সাড়া দেন না, কিন্তু আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন। এসব মিলনমেলা আমাদেরকে একে অপরের আনন্দ ও দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ দেয়।

যদিও কখনো কখনো কিছু ব্যক্তি ধর্মকে অপব্যবহার করে, তবুও অনেক মুসলিম কর্মকর্তা, প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ান। তাঁদের অনেকেই কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, যারা চার্চের সত্যিকারের মিশন ও সেবার অর্থ বোঝেন। তাঁদের সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের বিশ্ব আজ সহিংসতা, বিভাজন ও সংকটে পরিপূর্ণ। আমরা যারা এক করুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আসুন আমরা একসাথে শান্তির জন্য প্রার্থনা করি–বিশেষ করে বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন, ইউক্রেন ও অন্যান্য সংকটপূর্ণ অঞ্চলের জন্য। ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে সহিংসতার ঘটনাগুলোকে আমরা যেন একযোগে নিন্দা করি।

বন্ধুত্ব, সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতার এই পথ ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে–এই বিশ্বাস আমরা রাখি। গতকাল পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর বার্তায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন: "বন্ধুত্ব ও সংলাপের মাধ্যমে একে অপরকে জানার চেষ্টাই হলো মানবজাতির বিভাজন, ঘৃণা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর পথ। যেখানে অন্যরা অবিশ্বাস সৃষ্টি করে, সেখানে আমরা আস্থা রাখি; যেখানে অন্যরা ভয় ছড়ায়, আমরা বোঝার চেষ্টা করি; পার্থক্যকে বাধা নয়, বরং পারস্পরিক সমৃদ্ধির পথ হিসেবে দেখি।"

শেষে পোপ চতুর্দশ লিও'র একটি প্রার্থনা দিয়ে শেষ করছি:

"সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা যেন আপনাদের, আপনাদের পরিবার ও সমাজকে আশীর্বাদ করেন। বাংলাদেশে যেন আরও স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করে। আর বিশ্বের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ভ্রাতৃত্বের আলো যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।"

শিয়ালের চালাকি

একদা কোনো এক স্থানে এক শিয়াল ছিল। সে এতই লোভী ছিল যে যার কাছে যা দেখতো তাই-ই চুরি করতো। এভাবেই একদিন সে শহরের এক ছেলের কাছ থেকে এক জোড়া নতুন জুতা চুরি করল। কিন্তু শিয়াল তো বনে বাদাড়ে থাকে। নতুন জুতা পরে সে কি করবে। তাই শিয়াল ভাবলো জুতা জোড়াকে অন্য কোন কাজে লাগাতে হবে। এই জুতার লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে মানুষকে ঠকাতে হবে। এরপর একদিন সে দেখল একটা চোর দু'টো নাদুস-নুদুস হাঁস নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাই দেখে তার ঐ হাঁস দুটো খাওয়ার জন্য বড় লোভ হলো। সে ভাবল, চোরের উপর বাটপারি করতে হবে। তখন সে এক বুদ্ধি বের করল। চোরটা যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, শিয়াল সেই পথের খানিকটা দূরে এক পাটি জুতো রেখে দিল। চোর হাঁস দুটো নিয়ে যেতে যেতে পথে নতুন জুতোটা পড়ে থাকতে দেখে ভাবল এক পাটি জুতো দিয়ে আর কি হবে। দুটো হলে না হয় পায়ে দেওয়া যেত। তাই চোর আর জুতোটা না তুলে এগিয়ে গেল। শিয়াল তখন সেই জুতোটা তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চোরের যাবার পথে অন্য পাটি জুতা রেখে দিল। চোর যেতে যেতে পথে আর একটা জুতো পড়ে থাকতে দেখে ভাবল, আরে, আসার পথে যে জুতোটা দেখে এসেছি সেটা তুলে আনলে তো এক জোড়া নতুন জুতো হয়। তাই সে একটা গাছের সঙ্গে হাঁস দুটোকে বেঁধে রেখে উল্টো পথে আগের জুতোটার জন্যে দৌড় দিল। এদিকে চালাক শিয়াল এ জুতোটাও তুলে নিয়ে হাঁস দুটোকে খাবার জন্য গাছের দিকে এগিয়ে গেল। এই সময় হাঁস-চোরকে ধরতে গাঁয়ের লোক লাঠি সোটা নিয়ে জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়েছিল। তারা দেখলে একটা শিয়াল হাঁস দুটোকে খাবার চেষ্টা করছে। তারা বুঝতে পারল যে শিয়ালই চুরি করেছে হাঁস দুটো। তখন তারা হুড়মুড় করে এসে শিয়ালকে উত্তম-মধ্যম পেটাতে শুরু করলো। মার খেয়ে শেষ পর্যন্ত শিয়ালটা মরেই গেল।

গল্পটির উপদেশ হল- "বেশি চালাকি করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।" (সংগ্রহ: ঈশপের গল্পসমগ্র)

জানা-অজানা

১) রংধনুতে কি রং থাকে?

উত্তর: লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, হালকা নীল, নীল, বেগুনি।

২) পৃথিবীর পাঁচটি মহাসাগরের নাম বলতে কি কি?

উত্তর: প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক, ভারতীয়, আর্কটিক এবং দক্ষিণ।

৩) আমাদের সৌরজগতের কোন গ্রহটি লাল গ্রহ নামে পরিচিত?

উত্তর: মঙ্গলগ্রহ।

৪) আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি?

উত্তর: রাশিয়া।

৫) সূর্যের আলো ব্যবহার করে উদ্ভিদ তাদের খাদ্য তৈরি করে এমন প্রক্রিয়াকে কী বলে?

উত্তর: সালোকসংশ্লেষণ।

৬) কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম মানুষ চাঁদে পা রাখেন?

উত্তর: ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

৭) বিখ্যাত ইতালীয় অভিযাত্রী কে ছিলেন যিনি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন?

উত্তর: ক্রিস্টোফার কলম্বাস।

৮) ভারত কত খ্রিস্টাব্দ ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে?

উত্তর: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

৯) মানবদেহে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কি?

উত্তর: দাঁতের এনামেল।

১০) পৃথিবী যে গ্যালাক্সির অংশ তার নাম কি?

উত্তর: মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি।

১১) পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি কোনটি?

উত্তর: সাহারা মরুভূমি।

১২) বার্সেলোনা শহর কোন দেশে অবস্থিত?

উত্তর: স্পেন।

১৩) পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি?

উত্তর: ভ্যাটিকানদ সিটি।

শিক্ষক

প্রীতি সরকার

ছাত্র মোরা ছাত্রী
বিদ্যালয়ে যাই
বিদ্যালয়ে গিয়ে মোরা
বিদ্যা খুঁজে পাই
শিক্ষক গুরু বড় গুরু। কোথায় পাবে ভাই?
তাইতো মোরা বিদ্যালয়ে যাই
বিদ্যার আলো দিয়ে মোদের
করেন মানুষ তারা
এই ব্রততে জীবন তাদের
বলি শিক্ষক মোরা
শিক্ষক গুরু বড় গুরু
আর পাবে না ভাই
শ্রদ্ধা আর নম্রতাতে স্বীকার করে যাই
চোখ বুজলে আজো খুঁজি
পুরাতন স্মৃতি
বিদ্যাপিঠে করতাম কত মাতামাতি।

শরতের রঙ

বিজলী তুফান বর্ষা শেষে
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে
ডাঙার জলে ডিঙির উপর
শরৎ রানী হাসে।
মাঠের পরে মাঠ পেরিয়ে
আমন ক্ষেতের ধুম
শরৎ এলেই কৃষাণ ক্রোড়ে
নরম নরম ঘুম।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

রমনা কাথিড্রালে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বার্ষিক নির্জনধ্যান

ফাদার সাগর কোড়াইয়া: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ ভবনে সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বার্ষিক নির্জনধ্যান। ১৫ থেকে ২০ এবং ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর দু'টি দলে এই নির্জনধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি দলে ৪ জন বিশপ ও ১৭১জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক নির্জনধ্যানে অংশগ্রহণ করেন। "যীশুর পথে, মা মারীয়ার সাথে যাজক" মূলভাবের আলোকে ফাদার মার্কুস মুর্মু নির্জনধ্যান পরিচালনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের প্রেসিডেন্ট ফাদার মিন্টু পালমা বলেন, এই বছর যাজকদের জন্য একটি বিশেষ পুণ্যবর্ষ। অনেক যাজকগণ যিশুর জন্মের জুবিলীবর্ষ উপলক্ষে ভাটিকানে তীর্থে আমরা যারা যেতে পারিনি, এই নির্জনধ্যানের মধ্য দিয়ে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করবো। সারা বছর আমরা জনগণের জন্য সময় দিয়েছি। আমাদের নিজেদের যত্নের জন্য নির্জনধ্যানের এই চারটি দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেন এই চারটি দিন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিজের জন্য সময় কাটাতে চেষ্টা করি। প্রথম দলে অংশগ্রহণকারী আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই সকলকে স্বাগতম জানিয়ে নির্জনধ্যান যথার্থভাবে পালনের আহ্বান রাখেন। যাতে করে তা আমাদের জীবনে অনুগ্রহন নিয়ে আসে। ফাদার মার্কুস মুর্মু নির্জনধ্যান পরিচালনায় আধুনিক জগতে যাজকত্ব, যাজকীয় সেবাকাজ, যাজকীয় জীবনে মা মারীয়া, সিনোডালিটি ও সিনোডীয় আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে কথা বলেন। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, অভিষেকের দিন থেকে আমাদের যাজকীয় জীবন কেমন চলছে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাকে কী বলছেন? যে যিশুকে আমরা অনুসরণ করি, তিনি কী করতেন; আর আমরা এখন কী করি? নির্জনধ্যানের এই কয়েকটি দিন আমরা যেন উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি। যাজকীয় জীবন হচ্ছে প্রার্থনারত যিশুকে অনুসরণ করার জীবন। যাজকত্বের ভিত্তি হবে প্রার্থনা। ফাদার মার্কুস মুর্মু আরো বলেন, নির্জনধ্যানের এই সুযোগ হচ্ছে ঈশ্বরের নিকট থেকে মূল্যবান উপহার। আমরা দীক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাণীপ্রচারের দায়িত্ব পেয়েছি। আর এই প্রচার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা করি। আমাদের জীবনে আমরা যা করি তা মানুষের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তে। তাই জনগণের সাথে সংলাপ করাটা জরুরি। আর যিশুর জীবনেও সংলাপের এই চিত্র দেখতে পাই। যাজকীয় জীবনে চারটি স্তম্ভ থাকা দরকার। স্তম্ভগুলো হলো, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক, বিশপের সাথে সম্পর্ক, অন্য যাজকদের সাথে সম্পর্ক এবং জনগণের সাথে সম্পর্ক।

একজন যাজককে অতীতের দিকে কৃতজ্ঞতা, বর্তমানের দিকে অনুরাগ এবং ভবিষ্যতের দিকে আশার দৃষ্টিতে তাকাতে হয়। আর মা মারীয়ার মধ্যে এই দিকগুলো স্পষ্ট ছিলো। মা মারীয়া ঈশ্বরের মা এবং বিশ্বজনীন মা। মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তা ফেলতে পারেন না। সিনোডীয় আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডলীকে চলা দরকার। আর একজন যাজক মণ্ডলীর সাথে যুক্ত থাকার কারণে সিনোডীয় আধ্যাত্মিকতায় যাজককে চলতে হয়। পবিত্র আত্মার দানকে সিনোডীয় আধ্যাত্মিকতায় বরণ করে নেওয়া উচিত। মণ্ডলী যদি তীর্থযাত্রী ও শ্রবণধর্মী হতে পারে তাহলে সিনোডীয় আধ্যাত্মিকতায় পথ চলতে পারবে। সিনোডাল যাত্রায় সবার কথা ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে শুনে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হয়। তাই মিলন সমাজ গড়তে হলে একই আধ্যাত্মিকতায় আসা দরকার।

আমাদের প্রচার ও প্রৈরিতিক কাজ যেন শুধুমাত্র উদাহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং জনগণের প্রতি অনুকম্পা ও ভালোবাসা নিয়ে নিজের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে জনপদের যাজক হয়ে উঠার কাজ অব্যাহত রাখা দরকার। উভয় দলেই নির্জনধ্যানের শেষ দিনে মূল্যায়ণ পর্বে যাজকগণ ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করার সাথে নির্জনধ্যানের পরিবেশ যথাযথ রাখার জন্য বিশেষ অনুরোধ রাখেন।

বোর্ণী সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ফাদার উত্তম রোজারিও: রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ কর্তৃক পরিচালিত বোর্ণী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান মেলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব জান্নাত আরা ফেরদৌস এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বড়াইগ্রাম উপজেলার ইউএনও জনাব লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস ও বনপাড়া সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফাদার আন্তনী হাঁসদা। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের ফুল ও গানের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শেষে প্রদীপ জ্বালিয়ে বিজ্ঞান মেলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শুভ

উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক ফাদার উত্তম রোজারিও সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বিজ্ঞান মেলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি ও আবিষ্কার সম্পর্কে তাদের আগ্রহ তৈরি করে এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, মননশীলতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তাই প্রতি বছর সেন্ট লুইস হাই স্কুলে বিজ্ঞান মেলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বিশেষ অতিথি জনাবা লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস শিক্ষার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজের জীবনের দৃষ্টান্তমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি জনাবা জান্নাত আরা ফেরদৌস বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ও সদ্ব্যবহার এবং তারা যদি সত্যিই পড়ালেখায় মনোযোগী হয় তবে তারা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবে। সভাপতি ফাদার আন্তনী হাঁসদা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, পাঠ্য বইয়ের সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সার্বিক গঠন ও উন্নয়নের জন্য সেন্ট লুইস হাই স্কুলে সহশিক্ষা কার্যক্রমের উপর সর্বদাই বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই শিক্ষার্থীদের করণীয় হলো সিলেবাসের পড়ালেখার সাথে সাথে সকল প্রকার সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা এবং নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করা। বক্তব্য পর্ব শেষে প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি মহোদয় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের নিয়ে বিজ্ঞান মেলার স্টল উদ্বোধন করেন এবং প্রত্যেকটি স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময় শিক্ষকগণের পরিচালনায় ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মঞ্চে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিবিধ কার্যক্রম চলতে থাকে। সম্মানিত অভিভাবকগণ, বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণ সারাদিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলার স্টল পরিদর্শন করেন এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। পরিশেষে, বিজ্ঞান মেলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

সিলেট ধর্মপ্রদেশে ১৪তম পালকীয় সম্মেলন- ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

মূলসুর: "সহযাত্রী মণ্ডলী: অংশগ্রহণ ও প্রেরণ"

ফাদার ব্রাইন গমেজ: গত ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত বিশপ ভবনে 'সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় ১৪তম পালকীয় সম্মেলন ২০২৫ খ্রি.' অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ পালকীয় সম্মেলনে ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজসহ বিভিন্ন ধর্মপল্লীর যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিনী, ভক্তজনসাধারণ ও কমিশনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) আগমন ও রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী প্রার্থনা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ পালকীয় সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সিলেট ধর্মপ্রদেশের সাতটি ধর্মপল্লী ও একটি উপধর্মপল্লীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের আলোকবর্তিকা 'ঐশকরুণা যীশু'র প্রতীক হিসেবে মণ্ডলীর ঐক্য ও অংশগ্রহণের চেতনাকে তুলে ধরে। উৎসবমুখর পরিবেশনা ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা প্রদানের মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানানো হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ বলেন, "খ্রিস্টীয় জীবনের প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে একসাথে পথ চলার মনোভাব। সহযাত্রী মণ্ডলী হলো যেখানে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণের চেতনা একসাথে বিকশিত হয়। এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা সেই সহযাত্রী মণ্ডলী হওয়ার আহ্বানকে নতুনভাবে উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করছি।"

পালকীয় সম্মেলনের প্রতিবেলার অধিবেশন প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু হয়। এই পালকীয় সম্মেলনের অধিবেশনে ফাদার সুধীর গমেজ, ওএমআই জুবিলী বর্ষ উপলক্ষে "আশার তীর্থযাত্রী" এর আলোকে তার মূল্যবান চিন্তাধারা দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন এবং শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ফাদার ব্রাইন গমেজ এবং ফাদার ফ্রান্সিসকো রিজ্জো 'বিশপদের সিনডের ষোড়শ সাধারণ সমাবেশ' এর চূড়ান্ত দলিলকে কেন্দ্র করে আমাদের পালকীয় সম্মেলনের জন্য গৃহিত মূলভাব "সহযাত্রী মণ্ডলী: অংশগ্রহণ ও প্রেরণ" এর উপর আলোকপাত করেন, এছাড়াও তারা বিশ্বাসের নবায়ন, মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্তিমূলক চরিত্র এবং ভক্তজনসাধারণের অংশগ্রহণ ও ভূমিকার উপর বিশেষভাবে জোরা দিয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে দলীয় আলোচনার জন্য নারী, পুরুষ, যাজক, ব্রতধারী ও ব্রতধারিনীদের নিয়ে গঠিত দলগুলো দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এসব আলোচনায় উঠে আসে মণ্ডলীর বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলো, যেমন- পরিবারে বিশ্বাসচর্চা দুর্বল হয়ে যাওয়া, ধর্মীয় জীবনে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনাগ্রহ, গুণগত শিক্ষার ঘাটতি, Laudato Si'র আলোকে পরিবেশ সংরক্ষণের অসচেতনতা, মণ্ডলীর কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অসম অংশগ্রহণ। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ তার দিকনির্দেশনা মূলক সহভাগিতায় বলেন, "মণ্ডলীর অগ্রযাত্রা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রত্যেক জন সদস্য নিজের দায়িত্ব ও প্রৈরিতিক কার্য সচেতনভাবে পালন করবে। পরিবার থেকে শুরু করে খ্রীষ্টিয় সমাজ- সকল ক্ষেত্রেই বিশ্বাস ও অংশগ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।"

পালকীয় সম্মেলনের শেষাংশে আলোচনার সারসংক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে ছিল- পরিবারকেন্দ্রিক বিশ্বাসচর্চা জোরদার করা, প্রতিটি ধর্মপল্লীতে গুণগত শিক্ষা ও আদর্শ গ্রাম কর্মসূচি চলমান রাখা, গঠিত ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজ চলমান রাখা এবং সেই সাথে পূর্ববর্তী পালকীয় সম্মেলনে গৃহিত চলমান কার্যক্রমসহ এই বছর যে কার্যক্রম গুলো বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা কার্যকরি করার লক্ষ্যে নতুন উদ্যমে কাজ করার আহ্বান করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, "এই পালকীয় সম্মেলন আমাদেরকে সহযাত্রী মণ্ডলী হওয়ার আহ্বান উপলব্ধিতে নতুন দিক নির্দেশ দিয়েছে। এখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে খ্রিস্টের সহযাত্রী হয়ে সমাজ ও মণ্ডলীর কল্যাণ কাজে এগিয়ে যেতে হবে।"

তিন দিনব্যাপী সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় ১৪তম পালকীয় সম্মেলন-এ যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিনী, ভক্তজনসাধারণসহ মোট ১১৫ জন অংশগ্রহণ করেন। এই পালকীয় সম্মেলনে এসে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, এ সম্মেলন তাদেরকে নতুন উদ্যমে খ্রিস্টমণ্ডলীর কাজ এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করেছে।

SALMELA INTERNATIONAL SCHOOL

346 EAST PADARDIA,
SATARKUL ROAD,
NORTH BADDA,
DHAKA- 1212
BANGLADESH

JOB OPPORTUNITY

Salmela International Bangla Medium School is going to start from January 2026 under the '**Joy & Hope Trust'**. Applications are invited from qualified and experienced Bangladeshi citizens for the following position:

Name of the Post of Teacher	Post	Education Qualifications	Experiences	Additional Requirement
Teachers for the **Salmela International Bangla Medium School**.	04	M.A., M.Sc. M. Com, B. Ed. B. Sc, B. Com, B. A. Hons	Minimum 3-5 years working experiences with a reputed Bangla Medium School in Bangladesh.	1. Age-25- 35 years.

Interested candidates are requested to submit their applications along with C.V on or before the 30th October-2025. Please apply with your recent Passport size Photograph, Photo copy of National ID, Experience certificates, Contact information, and Pastor/Father/Bishop's reference from your church. Write the Position's name on the top of the Envelope.

Please note that **Salmela International School Authority** reserves the right to accept or to reject any or all applications, if they are not submitted according to the above requirements.

Please mail your application to:

The Chairman
Salmela International School
346 East Padardia, Satarkul Road
North Badda, Dhaka-2941

Contact
Phone: +880-1921876099
E-mail: susan.baroi@fida.fi

বিজ্ঞ/২২০/২৫

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিস্ট্রেশন নং- ৬৬/০৩, মোবাইলঃ ০১৭১৭১৫৩১২৩,
০১৬৩১-৮৪৪৮৭৪, ০১৩৩৯৩৯৯৪৯০
E-mail: ucbss_ltd@yahoo.com, ucbssltd@gmail.com

সূত্র নং: উ.খ্রী.ব.স.স.লি.-এস : ২০২৫-২৬/২০, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি.

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা **উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ** এর সম্মানিত সকল সদস্য ও খ্রিস্টভক্তদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **(২৪ অক্টোবর ২০২৫ খিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল ৯টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত)** তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-তে সমিতির **(২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার)** আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সকল সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

মুক্ত পিউরী
সেক্রেটারি
উ:খ্রী:ব:স:স:লি:

মার্সেল ডি' কস্তা
চেয়ারম্যান
উ:খ্রী:ব:স:স:লি:

অনুলিপি :
১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড
৪। সমিতির অফিস ফাইল

বিশেষ ঘোষণা :
১। সকলের জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থা থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
১. সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। খেলাপী সদস্যদের খাদ্যকূপন এবং লটারিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে না।
২. সকাল ৯ টার মধ্যে সভার উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব খাদ্য কূপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকাল ১০ টার মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবলমাত্র কোরাম পূর্তি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞ/২২২/২৫

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 16/24)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৫/০৯/২০৮৭ তারিখ: ২৭/০৯/২৫ খ্রিস্টাব্দ

জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত বন্ধকী জমি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী প্রকৃত ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বি:দ্র: জমি ক্রয় এর ক্ষেত্রে অত্র সমিতির সদস্য/সদস্যাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

মি. লিটন (পিউস) রোজারিও এর বন্ধকী জমি তফসিল : জেলা : গাজীপুর, থানা : কালীগঞ্জ, মৌজা : বাগদী, খতিয়ান নং- আর.এস-২০, দাগ নং- আর.এস-২১৯, **জমির পরিমাণ : ৩০ শতাংশ।**	**মি. সমর পিউরীফিকেশন এর বন্ধকী জমি** তফসিল : জেলা : গাজীপুর, থানা : কালীগঞ্জ, মৌজা : পানজোরা, খতিয়ান নং- আর.এস-২৯, দাগ নং- আর.এস-১০৬,৩৫৫,৩৬৮, **জমির পরিমাণ : ২৬ শতাংশ।**
মি. শীতল গমেজ এর বন্ধকী জমি তফসিল : জেলা : গাজীপুর, থানা : কালীগঞ্জ, মৌজা : নাগরী, খতিয়ান নং- আর.এস- ৫১, দাগ নং-আর.এস- ২৬, **জমির পরিমাণ : ৫.৩৩ শতাংশ।**	**মিসেস সীতা এসেনসন এর বন্ধকী জমি** তফসিল : জেলা : গাজীপুর, থানা : কালীগঞ্জ, মৌজা : নাগরী, খতিয়ান নং- আর.এস-১১০, দাগ নং- আর.এস-৫১ **জমির পরিমাণ : ০৫ শতাংশ।**
মি. রঞ্জিত রোজারিও এর বন্ধকী জমি তফসিল : জেলা : গাজীপুর, থানা : কালীগঞ্জ, মৌজা : বাগদী, খতিয়ান নং- আর.এস-৪১, দাগ নং- আর.এস-২১৩, ২১৬, ৩০৭, **জমির পরিমাণ : ২৪.০৭ শতাংশ।**	**মি. পলাশ কোড়াইয়া এর বন্ধকী জমি** তফসিল : জেলা : গাজীপুর, থানা : কালীগঞ্জ, মৌজা : পাড়ারটেক, খতিয়ান নং- আর.এস-৩০, দাগ নং- আর.এস-২২৫, ২২৬,২২৭,২২৮,২২৯,২৩০, **জমির পরিমাণ : ০৫ শতাংশ।**
মিসেস মিঠু রোজারিও এর বন্ধকী জমি তফসিল : জেলা : গাজীপুর, থানা : কালীগঞ্জ, মৌজা : বাগদী, খতিয়ান নং- আর.এস-৫৮, দাগ নং- আর.এস-২৬৯, **জমির পরিমাণ : ০৯.৬২ শতাংশ।**	**যোগাযোগ ঠিকানা:** নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ঠিকানা: নাইট ভিনসেন্ট ভবন, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর **মোবাইল নম্বর:** ০১৮৭১২২৮৮৫৬

বিজ্ঞ/২১৮/২৫

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 16/24)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৫/০৯/২০৯০ তারিখ: ৩০/০৯/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ব্যবস্থাপনা পরিষদের ১৩তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্ন লিখিত পদে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী নিয়োগ প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	আবেদনের যোগ্যতা
১	সিনিয়র অফিসার-একাউন্টস	১ জন	কমপক্ষে স্নাতক (কমার্স)	৩০-৪৫ বছর	পুরুষ/ মহিলা	নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী।	➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/ব্যাংক/আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ দৈনিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন ও হিসাব ভুক্তকরণ, ভ্যাট-ট্যাক্স, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস এক্সসেল, এম.এস ওয়ার্ড ও পাওয়ার পয়েন্ট) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। ➢ হিসাব সংক্রান্ত ফাইল, রেজিস্টার হালনাগাদ ও সংরক্ষণ। ➢ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। ➢ কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হতে হবে।

শর্ত ও নিয়মাবলীঃ-

১. লিখিত আবেদনপত্র সহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ পত্রের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, চাকুরী অভিজ্ঞতার সনদ পত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি জমা দিতে হবে।
২. নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিয়মিত সদস্য/সদস্যাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৩. ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হবে।
৪. সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৫. শিক্ষানবিস কাল ০৬ (ছয়) মাস। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সমিতির পে-স্কেল ও পলিসি অনুযায়ী বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্ত হবেন।
৬. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৭. আবেদনপত্র যাচাই/বাছাই এবং নিয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৮. কর্মস্থল: নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
৯. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবল মাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।
১০. প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত কোন তথ্য বা কাগজপত্র অসত্য/ভূয়া প্রমাণিত হলে তার দরখাস্ত/নির্বাচন/নিয়োগ বাতিল করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১১. প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১২. আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ১৫/১০/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
১৩. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদন বাতিল/ গ্রহণ/ পদের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধির অধিকার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

বিদ্যুৎ ভিক্টর এসেনসন
সেক্রেটারী, ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:।

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
নাইট ভিনসেন্ট ভবন, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

Address: P.O.: Nagari, Upazila: Kaligonj, Dist.: Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01716898929, E-mail: nagari_cccu@yahoo.com

বিজ্ঞ/২২১/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

স্বর্গধামে যাত্রার ২য় বর্ষ

প্রয়াত তেরেজা রোজারিও

জন্ম: ১২ জুলাই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মা, তুমি ছিলে, আছো এবং থাকবে মোদের হৃদয় মাঝারে।

দেখতে দেখতে চলে এলো সেই বেদনাবিধূর দিনটি ১২ অক্টোবর, যেদিন তুমি আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে পরম পিতার রাজ্যে। আমরা ভাবতে পারিনি হঠাৎ তুমি আমাদের মায়া ছেড়ে চলে যাবে। তোমার এ শূন্যতা আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। তুমি রয়েছো আমাদের হৃদয় জুড়ে। ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে কঠোর পরিশ্রমী, ধার্মিক, সৎ, দয়ালু ও ধৈর্য্যশীলা মা। পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে অনন্ত শান্তি দান করেন। স্বর্গ থেকে তোমার সন্তানদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবন-যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে আবার তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই আদরের
সন্তানেরা
নাতি, নাতনীরা
পুতি, পুতিনরা

বিজ্ঞা/২১৬/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ৩৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 35
Regd. No. DA-33
✦ 5 - 11 October 2025, ২০ - ২৬ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা
পবিত্র জপমালার রাণী মা মারীয়ার পর্বোৎসব ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ

প্রিয় সুধী,

সবার প্রতি রইলো খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে, আগামী ১০ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা পবিত্র জপমালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। মা মারীয়ার এই পর্বোৎসবে অংশগ্রহণ করতে ও তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছা দান ১০০০ টাকা মাত্র।

ধন্যবাদান্তে,

পাল-পুরোহিত
ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
ও পালকীয় পরিষদ
তেজগাঁও, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭২৬৩১১১৯৯

নভেনা খ্রিস্টযাগ
১ - ৯ অক্টোবর- ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ
সকাল ৬:০০ টা এবং বিকাল ৫:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
১০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষ
সকাল ৬:০০ টা এবং ৯:০০ টা

বিজ্ঞ/২১৫/২৫

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org